সঙ্গীতকুসুম।

দেব-স্তুতি, প্রার্থনা, রূপ, আগমনী, অবস্থিতি, বিজয়া,
অন্যোক্তি, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক,
ও মনের প্রতি উপদেশ এবং অনুতাপ
সম্বন্ধীয় দ্বাদশোত্তরশত
সঙ্গীত]

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরামজয় বাগছী
প্রণীত।

"স্বর্ণ অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে
কণ্ঠে, হস্তে, পরে নাকি রজত চরণে ?"
কিম্বা
বিবিধ কুসুম রাজি পূর্ণ সাজি করে,
করে যারা, করে নাকি করে সম্মার্জ্জনী ?

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক
বোয়ালিয়া তমোঘ্ন-যন্ত্রে
প্রথমবার
মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

উৎসর্গ

অনুজ-প্রতিম——
শ্রীমান্ রোহিণীনন্দন সেন।

ভ্রাতঃ!
আপনি সঙ্গীতজ্ঞ,
সুকণ্ঠ ও আমার রচিত
সঙ্গীতে সমধিক শ্রদ্ধাবান্
তন্নিমিত্ত, স্নেহের উপহার স্বরূপ
এই অকিঞ্চিৎকর 'সঙ্গীতকুসুম' আপনার
করে অর্পণ করিলাম। প্রসন্ন চিত্তে
গ্রহণ করিলে এবং আপনার কম-
নীয়-কণ্ঠে গাইতে শুনিলে
শ্রম সফল জ্ঞান
করিব।

(প্রণেতা)

বিজ্ঞাপন।

তাললয় জ্ঞানহীন, সুস্বর শূন্য অভাবুক জনের সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্তি কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইতে পারে; কিন্তু কি করি বাল্যাবধি সঙ্গীত বিষয়ে দৃঢ় অনুরক্তি, তদ্বিষয়ে আলোচনাও তৎসঙ্গে সঙ্গীত রচনা-প্রবৃত্তির ফল স্বরূপ জীবনের অবকাশ সময়ের মধ্যে মধ্যে রচিত সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাসনা এতদূর বলবতী হইয়াছে যে, পুস্তক খানি জন সাধারণের ধিক্কার বা তীব্র কটাক্ষপাতের লীলাস্থল হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, উহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সাধক শ্রেষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, মহারাজা রামকৃষ্ণ, রাজা শিবচন্দ্র, সঙ্গীত রসাস্বাদী দেওয়ান মহাশয়, কবিবর দাশরথি রায়, মধুরস্রাবী সঙ্গীত রচয়িতা মধুসূদন কিন্নর, ভাবুক প্রবর গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক নীলকণ্ঠ, নারায়ণ দাস, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির, মতিলাল রায় ও গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের রচিত সঙ্গীতের সুর ও রাগ রাগিণী অনুসরণে এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছে।

গায়কগণের গাইবার সুবিধা ও সুর তাল সহজে বোধগম্য হইবার জন্য যে মহাজনের যে গানের সুরে যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছি, তাঁহার নাম ও গানের প্রথমাংশ সংক্ষেপে প্রত্যেক গানের শীর্ষভাগে লিখিয়াছি।

রাগ রাগিণীর উৎপত্তি, পরিণয়, রস, ঋতু এবং কাল-ভেদে যে রাগ রাগিণী প্রসিদ্ধ তাহা সংস্কৃত "সঙ্গীতদামোদর" পুস্তক হইতে বঙ্গানুবাদ করিয়া এই গ্রন্থের প্রথমেই প্রকাশ করিলাম।

পরিশেষে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত অনুরাগী মহাশয়গণ সমীপে সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা অবসর মত উল্লিখিত গানের সুরের সঙ্গে মিলাইয়া এই অকিঞ্চিৎকর গানগুলিন গাইলে বা অন্য কর্ত্তৃক গাওয়াইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

শ্রীরামজয় বাগছী।

—·০—

রাগ রাগিণীর উৎপত্তি, সংখ্যা, পরিণয় ও গাইবার ঋতু, কাল ও রস নির্ণয় সম্বন্ধে "সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সকলের অনুবাদসহ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

—০ঃঃ০—

যে ধ্বনি বিশেষ লোকের চিত্ত-রঞ্জন করে, সামান্যতঃ তাহাকেই লোকে রাগ কহে।

শাস্ত্রে এই প্রকার কথিত আছে যে, মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটী এবং পার্ব্বতীর মুখ হইতে বৃহন্নট অথবা নট্‌নারায়ণ নামে একটী সাকুল্য এই ছয়টী রাগের প্রথম উৎপত্তি হয়।

কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তা মল্লার, মালব, শ্রীরাগ বসন্ত, হিল্লোল ও কর্ণাট এই ছয়টীকে রাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ছয়টী রাগের প্রত্যেকের ছয় ছয়টী করিয়া ভার্য্যা আরোপিত আছে। "বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে" কামদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাস, গান্ধার ও দীপক এই ছয় রাগ, এবং প্রত্যেক রাগের ছয়টী করিয়া রাগিণী বা স্ত্রী। আবার এই ছয় রাগিণীর ছয়টী দাসী ও একটী রাগের এক একটী কিঙ্কর আছে; এমতও উল্লেখ আছে। তাহাদিগকে রাগিণী কহে। এই ছয় রাগ ছত্রিশটী রাগিণীর সহযোগে ষোড়শ সহস্র উপরাগ এবং উপরাগিণীর জন্ম হইয়াছিল।

আবার গায়কেরা এই সকল রাগের পরস্পর মিশ্রণে বহুবিধ আধুনিক রাগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এ রাগ রাগিণীগুলি ঋত্বনুসারে গান করিতে পূর্ব্বহ্লাদি কাল বিচারের প্রয়োজন হয় না। পরন্তু মতান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এই সকল এবং অন্যবিধ রাগ রাগিণী সকলও গান করার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা সঙ্গীতে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং করুণা এই অষ্ট-

বিধ রসের ব্যবহার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন গ্রন্থকার করুণা রসের অন্তর্গত শান্তি রসকে অপর একটী পৃথক রস বলিয়া নববিধ রস ব্যবহার করেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, শান্তি একটী পৃথক রস নহে, এটী করুণা রসের অন্তর্গত।

ভৈরবী, বিভাস, আলাহিয়া প্রভৃতি রাগিণী সমুদয়কে সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারা এক্ষণে করুণা রসের রাগ বলিয়া গান করিয়া থাকেন। সিন্দুড়া, মালব, শঙ্করা, পূরিয়া প্রভৃতি রাগ রাগিণী সমূহ বীর রসে প্রসিদ্ধ।

কলিঙ্গড়া বা কালাংড়া পরাজিকা বা পরজ। কেদারা, ললিত, খট প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের রাগিণী বলিয়া প্রচলিত আছে।

সোহিনী এবং বাহার এই দুইটীও শৃঙ্গার রসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভৈরবী, কল্যাণ, ভূপালী, শ্যাম, হাম্বির, আড়ানা, সাহানা প্রভৃতি হাস্য রসের অঙ্গ এবং উৎসব ও মঙ্গল কর্ম্মে, গেয়। বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক এবং অদ্ভুত, এই চারিটী রসের নির্দ্দিষ্ট কোন রাগ রাগিণী এক্ষণে বড় দেখা যায় না।

ঝিঝিট, খাম্বাবতী, ধানী, চিত্রাগৌরী প্রভৃতি কয়েকটী টপ্পার রাগিণী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লুম্, বাঁরোয়া, ইমনি, পিলু প্রভৃতি কয়েকটী যাবনিক রাগও টপ্পার রাগের মধ্যে গণ্য। এই টপ্পার রাগগুলি নানা

ঋতুতে নানা রসে পূর্ব্বাহ্লাদি কাল নিয়ম পরিত্যাগে গায়কেরা স্বেচ্ছা মতে সর্ব্বক্ষণেই গান করিতে পারেন।

এই রাগ রাগিণীগুলির পক্ষে ঋত্বাদি নিয়ম কর্ত্তব্য নহে। রাজাজ্ঞায় বা রঙ্গ-ভূমিতেও সকল সময় সকল প্রকার রাগ রাগিণী অবাধে গান করা যাইতে পারে। রাত্রি দশ দণ্ডের পর রাত্র সম্বন্ধীয় যে সকল রাগ রাগিণী আছে, সে সকলও অবাধে গেয় বটে।

মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ গ্রন্থ মধ্যে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, তাহা গায়ক ও পাঠক মহাশয়দিগের সুবিধার্থে স্বহস্তে সংশোধন করিয়া দিলাম।

গ্রন্থকার।

—০—

রাগ রাগিণী, সময় ও ঋত্বাদি নির্ণয় সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠক গণের বিদিতার্থে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

রাগ—	যে রাগিণী—	সময়—	ঋতু—	রস
১	বেলাবেলী—	মধ্যাহ্ন—	বর্ষা—	•
মল্লার—	পূরবী—	সায়াহ্ন—	•	•
	কানাড়া—	ঐ	•	•
	মাধবী—	ঐ	•	•
	কৌড়ী—	মধ্যাহ্ন—	•	•

রাগ—	যে রাগিণী—	সময়—	ঋতু—	রস—
	কেদারিকা—	সায়াহ্ন—	০	শৃঙ্গার—
২	ধানশী—	মধ্যাহ্ন—	০	০
মালব—	মালশী—	সায়াহ্ন—	গ্রীষ্ম—	০
বীর-রস—	কামকেরী—	পূর্ব্বাহ্ন—	০	০
	সিন্ধুরী—	সায়াহ্ন—	০	বীররস—
	ভৈরবী—	পূর্ব্বাহ্ন—	০	করুণা—
	আসোয়ারী—	সায়াহ্ন—	০	০
৩	শ্রীগান্ধারী—	সায়াহ্ন—	০	করুণা—
শ্রীরাগ—	সুভগা—	পূর্ব্বাহ্ন—	শিশির—	০
	গৌরী—	সায়াহ্ন—	০	০
	কৌমারিকা—	পূর্ব্বাহ্ন—	০	০
	বেলোয়ারী—	ঐ	০	০
	বৈরাগী—	মধ্যাহ্ন—	০	০
৪	তুরি—	পূর্ব্বাহ্ন—	০	০
বসন্ত—	পঞ্চমী—	ঐ	বসন্ত—	০
	ললিত—	ঐ	০	শৃঙ্গার—
	পঠমঞ্জরী—	ঐ	০	০
	গুজ্জরী—	ঐ	০	০
	বিভাস—	ঐ	০	করুণা—
৫	মায়ুরী—	মধ্যাহ্ন—	০	০
হিন্দোল—	দীপিকা—	সায়াহ্নে—	০	০
	দেশকারী—	পূর্ব্বাহ্ন—	শরৎ—	০
	পাহিরা—	সায়াহ্ন—	০	০
	বড়ারী—	মধ্যাহ্ন—	০	০
	মারহট্টি—	ঐ	০	০

রাগ—	যে রাগিণী—	সময়—	ঋতু—	রসভড
৬	নাটিকা—	সায়াহ্ন—	হেমন্ত—	০
কর্ণাট—	ভূপালী—	ঐ	০	রাগ ও হাস্য
	রামকেলী—	ঐ	০	০
	গড়া—	ঐ	০	০
	কামোদা	ঐ	০	০
	কল্যাণী—	সায়াহ্ন—	০	রাগ ও হাস্য

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে লিখিত।

—০ః০—

রাগ—	রাগিণী—	দাস—	দাসী—
কামদ—	মায়ূরী—	০	বাগেশ্বরী—
	তোটিকা—	পরজ—	সারদী—
	গৌড়ী—	০	শ্যামা—
	বারাড়ী—	০	বৃন্দাবলী—
	বিলেলিকা—	০	জয়ন্তী—
	ধানাশ্রী—	০	বৈজয়ন্তী—
বসন্ত—	কেদারী—	০	শ্যামকেলী—
	কল্যাণী—	মধু—	দেবকেলী—
	সিন্ধুরা—	০	মালিনী—
	অশ্বারূঢ়া—	০	কামকেলী—
	সুধারা—	০	সন্তাবতী—
	০	০	সম্বরী—

রাগ—	রাগিণী—	দাস—	দাসী—
মল্লার—	নটী—	০	চক্রবাকী—
	সুরইট্টা—	০	চন্দ্রমুখী—
	পাহিড়ী—	০	রসিকা—
	চারুরূপিণী—	০	বিলাসিকা—
	লীলা—	০	যামিনী—
	জয়জয়ন্তী—	০	শ্যামঘোটিকা
বিভাষ—	রামকেলী—	০	তরঙ্গিণী—
	ললিতা—	০	নাগিনী—
	কোরড়া—	শ্যামঘোটক—	কিশোরী—
	কৌমুদী—	০	হেমভূষণা—
	ভৈরবী—	০	কল্লোলিনী—
	শর্ব্বরী—	০	ভীমনেত্রা—
গান্ধার—	শ্রী—	০	পঠমঞ্জরী—
	রূপবতী—	০	মঞ্জীরা—
	গৌরী—	গৌড়রাজ—	পদ্মাবতী—
	ধানসী—	০	বেলাবতী—
	মঙ্গলা—	০	ভূপালী—
	গন্ধর্ব্বী—	০	গন্ধিনী—
দীপক—	উত্তরী—	০	দীপহস্তা—
	পূর্ব্বিকা—	০	দীপবর্ণা—
	গুজ্জরী—	প্রদীপনাভ—	দীপকর্ণা—
	কাল গুজ্জরী—	০	প্রদীপিকা—
	গোণ্ডকরী—	০	দীপাক্ষী—
	মালা—	০	দীপবক্ত্রা—

কটী কথা।

—০ঃ—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ীর লিখিত।

মূকংকরোতিবাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তেগিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

সঙ্গীত পরমা যোগবিদ্যা। ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে সঙ্গীতের আলোচনা হইতেছে। ছন্দো মাত্রই গেয়, বিশেষতঃ সামবেদ উদাত্তাদি স্বরে স্থান মূর্চ্ছনাদি বিভাগে গেয়। অন্য বেদেরও স্বর, বর্ণ, অক্ষর, এবং প্রয়োগ আদিসহ অর্থ জানিয়া মাত্রা বিচ্ছেদে পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথা যযুর্ব্বেদ ভাষ্যে——

"স্বরোবর্ণোঽক্ষরোমাত্রাতৎপ্রয়োগোঽর্থ এবচ।
মন্ত্রংজিজ্ঞাস মানেন বেদিতব্যঃ পদে পদে॥"

তথা যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ——

"অবিদিত্বাতুযঃ কুর্য্যাদ্‌যজনাধ্যাপনং জপম্।
হোম মন্তর্জ্জলাদীনি তস্যচাল্প ফলং ভবেৎ॥"

অতএব বেদ পাঠ অনায়াসসাধ্য নহে। বেদগানের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ মাত্র উদ্দেশ্য। যে পর্য্যন্ত বেদে সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যথা বশিষ্ঠঃ——

"চতুর্ব্বেদেষু যোবিপ্রঃ সূক্ষ্মংব্রহ্ম নবিন্দতি।
তাবদ্ভবতি সংসারে যাবদ্‌ব্রহ্ম নবিন্দতি॥"

পরমাত্মাই জীবের উপাস্য। পুত্র বিত্তাদি সকল হইতে পরমাত্মা প্রিয়। যথা শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪ কাঃ ২ ব্রাঃ——

"আত্মনমেবোপাসীত। তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎ
প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ॥"

পিতা মাতার কাম বশতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ের যে জন্ম হয়, তাহা প্রকৃত জন্ম নহে। বিধিবৎ বেদ পারগ আচার্য্য কর্তৃক সাবিত্রী উপদেশ লাভ করিলে আর একটী জন্ম হয়, তাহাই দ্বিজত্ব, এবং তাহা হইতেই অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ সপ্ত ব্যাহৃতি ন্যাসে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে জীবন্মুক্ত হইয়া জন্ম মরণাদি রহিত অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা ঃ——

"কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তোমিথঃ।
সম্ভূতিং তস্যতাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাব ভিজায়তে॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদ পারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যাসা জরামরা॥"

ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সেই অমরত্বপ্রদ সাবিত্রী দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল একটা অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞান নিধান ঋষি-দিগের পরিবর্ত্তে নিরক্ষর জ্ঞাতি সন্তান উপনয়নের আচার্য্য গুরু-পদে অধি-ষ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অতএব আর্য্যদিগের সেই সুমহৎ উদ্দেশ্য উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন একটা ধর্ম্মের খেলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফলতঃ সেই সপ্ত ব্যাহৃতির প্রাণায়ামই বৈদিক যোগ। প্রাণায়াম কেবল নাসিকা ধৃত করিয়া মন্ত্র কটী পাঠ করিলেই সিদ্ধ হয় না। ভূঃ আদি সত্য পর্য্যন্ত সপ্ত ব্যাহৃতি উপর্য্যুপরি সপ্ত লোক। এবং তাহাই সপ্ত ছন্দ অথবা সপ্ত স্বর। যথা যোগি যাজ্ঞ বল্ক্যঃ——

" ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয় স্তুযাঃ।
লোকাস্তএব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরি সংস্থিতাঃ॥"
" তাএব সপ্ত ছন্দাংসি লোকাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

এই সপ্ত লোকের মধ্যে সপ্তম সত্যলোকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই সাধনার চরম। তাহার উর্দ্ধে আর কিছু নাই। যথা যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ——

" প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্যনচ্যবতেপুনঃ।
তৎসত্যং সপ্তমোলোক স্তস্মাদূর্দ্ধং নবিদ্যতে"

সত্যেই ব্রহ্মস্থান, যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় প্রথম খণ্ডে—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যেস্থিতংসত্যং সত্যমধ্যেস্থিতোঽচ্যুতঃ॥"

তথা যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"একোহি সোমমধ্যস্থোঽমৃতং জ্যোতিঃ স্বরূপকম্।
হৃদিস্থং সর্ব্ব ভূতানাং চেতোদ্যোতয়তে হ্যসৌ॥"

তথা ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে হলায়ুধঃ—

"নানাদেবতাময়পর ব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা স্বাত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্ম জ্যোতিষা সহৈকীভাবং করোতীতি॥"

ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। ভাবার্থ এই যে, সকল ভূতেই জ্যোতী রূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান। হৃদয়স্থ দীপ-শিখাবৎ জীবাত্মাকে প্রাণায়ামের দ্বারা ভূরাদি ছয় লোক উত্তীর্ণ করাইয়া সপ্তম সত্যলোকে ব্রহ্মস্থানে একীভূত করাই প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত যোগও প্রস্তাবিত প্রাণায়ামের প্রকারান্তর মাত্র। নাদই (ধ্বনি) সঙ্গীতের মূল। যথা গান্ধর্ব্বে—

"ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধ পথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠ মূর্দ্ধাস্য আবির্ভূত ইতিধ্বনিঃ॥"

তথাহি :

"নকারং প্রাণনামানং দকার মনলং বিদুঃ।
জাতঃপ্রাণাগ্নিসংযোগাৎ তেননাদংবিদুর্ব্বুধাঃ॥"

অতএব নাদ অথবা ধ্বনি নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মুদ্ধা এবং মুখস্পর্শ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে। আর তাহা প্রণাগ্নি সংযোগে নির্ব্বাহ

হয়। এই ধ্বনি আবার পুষ্ট অপুষ্ট এবং স্থূল সূক্ষ্মাদিরূপে অকৃত্রিম এবং কৃত্রিম দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। যথা গান্ধর্ব্বে——

"নাদোতিসূক্ষ্মশ্চাসূক্ষ্ম পুশ্চাষ্টঃপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ।
পঞ্চস্থানাভিধাং ধত্তে পঞ্চস্থান স্থিতঃ ক্রমাৎ॥"

প্রস্তাবিত ধ্বনি বীণাদি যন্ত্রে ও কণ্ঠে সমুত্থিত হইলে, তাহাকেই সঙ্গীত বলা যায়। সঙ্গীত দুই প্রকার, যথা কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম। এই নিমিত্ত বীণাও দুই প্রকার কথিত হইয়াথাকে। মনুষ্য কণ্ঠ উদ্ভূত সঙ্গীতকে অকৃত্রিম এবং তাহাকে সামগী বীণা, আর যন্ত্রোত্থিত সঙ্গীতকে কৃত্রিম ও তাহাকে দারবী বীণা কহে। যথা:——

"সামগী দারবী বীণা দ্বেবীণে গানজ্জাতিযু।"

তৎপরে সঙ্গীত শাস্ত্রে বীণার লক্ষণও কথিত হইয়াছে। যথা:——

"দণ্ডঃ শম্ভুঃ উমাতন্ত্রী ককুভঃ কমলাপতিঃ।
ইন্দ্রশ্চপত্রিকা ব্রহ্মাতুম্বো নাভিঃ সরস্বতী॥
সর্ব্বদেব ময়ী বীণা বীণেয়ং সর্ব্ব মঙ্গলে।
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি র্ভোগ স্বর্গাপ বর্গদে॥"

দণ্ড মহাদেব, তন্ত্রী উমা, যাহাতে তার নিবদ্ধ থাকে তাহাকে ককুভ কহে, সেই ককুভ বিষ্ণু স্বরূপ এবং পর্দ্দা ইন্দ্র, নাভি সরস্বতী, আর ব্রহ্ম তুম্ব হয়। এই রূপ সর্ব্বদেবময়ী বীণা সকল মঙ্গলের আকর। ইহার দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। তাহার পরে তন্ত্রে যে ষটচক্রের ব্যাখ্যা আছে, তাহাও বেদোক্ত ভূরাদি ছয় লোকের নামান্তরমাত্র। কুলকুণ্ড-লিনীকে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বৈদিক সত্যলোকে লয় করাই ষট্‌চক্র সাধনের ক্রম। সঙ্গীতে শরীরস্থ সেই সপ্ত লোকের সপ্ত স্থানই সপ্ত স্বরের স্থান। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এবং বৈদিক হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সঙ্গীতে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত অথবা, উদারা, মুদারা, তারা নামে তিন গ্রাম। আর প্রত্যেক গ্রামে সপ্ত স্বরসংযুক্ত হইয়া এক বিংশতি মূর্চ্ছনা নামে কথিত হইয়া থাকে।

সপ্ত ব্যাহৃতিও নাভি, হৃদয় ও ললাট এই তিন স্থানে ত্রিবিধ প্রকারে সাধনীয়। নিশ্বাসই স্বর, ইহাতেই স্বরোদয় শাস্ত্রে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীরূপে স্বরের বিভাগ লইয়া কতই অদ্ভুত আলোচনা হইয়াছে। বৈদিক স্বরই রাগ। সেই জন্য অনন্তকাল হইতে আর্য্য ঋষিরা বর্ণমালায় হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত মাত্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সেই বৈদিক স্বরই সঙ্গীতের রাগে পরিণত। সপ্তম নিষাদে (সত্যে) লয় পাইলেই যোগের চরম সিদ্ধি হয়। অতএব সঙ্গীত যে পরমা যোগবিদ্যা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভগবান মহাদেব এবং নারদাদি ঋষিগণ সঙ্গীত যোগে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক মহাত্মা চৈতন্যদেব সঙ্গীত যোগে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাই সংকীর্ত্তনে তিনি অনেক সময় আত্মহারা হইতেন। সাধক প্রধান তুলসী দাস, কবির দাস* জ্ঞান দাস প্রভৃতি এবং বঙ্গের সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন এই সঙ্গীত যোগেই পরমামুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এ দেশে প্রাচীন কাল হইতে বেদ-গানের সুবিধার জন্যই হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বর, ভাষার অস্থি মজ্জায় সংযুক্ত। কিন্তু বঙ্গ ভাষায় সঙ্গীতের উন্নতি নাই বলিয়া হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বরের কোন মূল্য নাই। বিদেশী ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। বেদের একাক্ষর মন্ত্রে ও ছন্দ আছে। সেই ছন্দই সেই মন্ত্র গানের রাগ। ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় বেদ গানের কাঠিন্য দেখিয়া ঋষিরা কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গদ্য, পদ্য উভয়বিধ কাব্যেই ছন্দ মাত্রা এবং যতি (লয় আছে)। শ্লোকের প্রবর্ত্তক মহর্ষি বাল্মীকি বেদাণযুক্ত রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া তাহাও গান করাইয়াছেন, এবং সেই গান কি রূপ তাহাও বলিয়াছেন। ফলতঃ মহর্ষি বাল্মীকির দৃষ্টান্তে তাহার পর শ্লোকবদ্ধ কাব্য পুরাণ অসংখ্য প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ছন্দ রসাদি আছে। অথচ গান করিবার পদ্ধতি, ক্রমে

* কবিরকে অনেকে মুসলমান ফকির বলিয়া বিশ্বাস করেন

লোপপ্রায় হইয়াছে। এখন কথক মহাশয়েরা ক্বচিৎ দুই একটী কবিতা গান করিয়া প্রণালীমাত্র স্থির রাখিয়াছেন।

আর্য্য সন্তানগণ ক্রমে যুগ মাহাত্ম্যে আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। ঈশ্বর সাধনা যাহা ত্রিবর্ণের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা বনবাসী ঋষিদিগের করণীয় মাত্র হওয়া উঠিল। বিলাসের স্রোত বাড়িয়া চলিল। লোকে আর বেদগানে কিম্বা বেদের তাৎপর্য্য সমন্বিত রামায়ণ মহাভারতাদি গানে পরিতৃপ্ত হয় না। যোগ প্রণালী নষ্ট প্রায় হইল, তাই গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন——

" ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহ মব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবেপ্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
সকালেনেহ মহতা যোগোনষ্টঃ পরন্তপ॥ "

অতএব সঙ্গীতও ব্যবসায়ে পরিণত হইল। পণ্ডিতেরা বিবিধ নাটক রচনা করিয়া সেই ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার বহু শতাব্দী অন্তে মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত বিজিত হয়। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতের চর্চ্চা আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ছিল না। মুসলমান সম্রাটগণ রণ-পরিক্লান্ত চিত্তকে ভারতীয় সঙ্গীতে শান্ত করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোকের কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাহাতেই উদ্যমশীল মোগল দিগের প্রাধান্য কালে হিন্দী এবং উর্দ্দূ ভাষায় সঙ্গীত রচনা আরম্ভ হইল। তানসেন প্রভৃতি হিন্দু গায়কগণ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। তখন সঙ্গীত যোগ, বিলাসিতার উপকরণ হইয়া উঠিলেও সঙ্গীতের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে সে কালের অনেক কিম্বদন্তী অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও আর বিজাতীয় ভাবে সঙ্গীতের রূপান্তর হইলেও ভক্তকবি তুলসীদাস প্রভৃতি তাহা সাধনপথে

প্রয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ, ভক্তিমার্গ সঙ্গীতকে সাধারণের উৎসাহকর কীর্ত্তন গানের প্রণালীতে পরিণত করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। তৎ পরে মহাত্মা রামপ্রসাদ ভক্তির উৎস স্বরূপ সরল ভাষায় সরল স্বরে এবং দেওয়ান মহাশয় খেয়াল, ধ্রুবপদ প্রভৃতি খাঁটি সুরে গান রচনা দ্বারা বঙ্গ ভাষায় সঙ্গীতের জীবন্যাস করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে হরু ঠাকুর, রাম বসু, নৃসিংহ প্রভৃতি সুরসিক কবিগণ, কবি, ঝুমর হাপ আখড়াইর পথ সৃষ্টি করিয়া তাহার বিস্তর রূপান্তর করিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির দলের ভক্ত ছিলেন। দাশরথি রায়ও প্রথমে কবির দল হইতে অভ্যাস করিয়া হিন্দী সুর ভাঙ্গিয়া বঙ্গভাষায় বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন। এই কালে কীর্ত্তন গানকে অন্য আকারে ভাঙ্গিয়া মধুসূদন কাণ ঢপ কীর্ত্তনের কলেবর উন্নতি করিয়াছেন। সাধক প্রধান মহারাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস হইতে শেষে নিধু বাবু, মদন মাষ্টার, গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি এই পরম সঙ্গীত পথের কেহ উন্নতি, কেহ বা বিলাসিতার মশলা বাড়াইতে ত্রুটি করেন নাই। অতএব সঙ্গীত এখন অনেকেরই ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উন্নতির স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগে সাধক কেবল আপনই পরমানন্দ লাভ করেন; আর সঙ্গীত যোগে সাধক, শ্রোতার শরীরস্থ ছয় স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। তাই ভক্ত সাধকের তানলয় বিশুদ্ধ মর্ম্মস্পর্শী গানে অতি পাষণ্ডও ক্ষণকালের জন্য গলিয়া যায়। পক্ষান্তরে আবার কুৎসিত সঙ্গীতের আকর্ষণে অনেক সচ্চরিত্র লোকও রিপু পরায়ণ হয়। সঙ্গীতে প্রকৃত ভক্ত, আত্ম বিস্মৃত হইয়াথাকেন। অন্য যোগে আত্ম বিস্মৃত হইতে সকলের শক্তিতে কুলায় না। ধর্ম্ম সঙ্গীতের লয়, যদি কূটস্থ চৈতন্যে লয়ে পরিণত হয়, তবে সাধকের আর অন্য যোগের প্রয়োজন কি? সেই জন্য সাধক প্রধান রামপ্রসাদের সঙ্গীত লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা লয়প্রাপ্ত হইবার বৃত্তান্তে

এখনও অনেকে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া থাকেন। মহারাজা রামকৃষ্ণের অতি সুরসাল অন্তিম সঙ্গীত, " আমার মন যদিরে ভোলে, তবে বালির শয্যায় কালীর নাম লইও কর্ণ-মূলে। " ইত্যাদি গান এখনও অনেক ভক্ত গাইতে গাইতে অশ্রু জলে প্লাবিত হয়েন।

সঙ্গীত স্বরসাধন যোগ। আমরা সচরাচর যে কথা বলিয়া থাকি, তাহা-তেও আবৃত্তি কৌশল, ছন্দ ও স্বর চাতুর্য্য আছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধন বলে স্বতঃ সেই স্বর চাতুর্য্য লাভ করেন, তাঁহার ভাষায় সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের লোক মুগ্ধকর কথায় শত্রুও বশীভূত হইয়াছে। এখন ইউরোপীয় মহিলাগণ প্রণয়ী মুগ্ধ করিবার জন্য কথা কহিবার স্বর প্রণালী নিয়ম মত শিক্ষা করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ স্বরের মুগ্ধকরী শক্তিতে বীরগণ আত্মহারা হইয়া অবলীলা ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াথাকেন। মনুষ্য-কণ্ঠ কিম্বা যন্ত্রোত্থিত স্বরে বনের পশু পক্ষীও বশীভূত হয়। স্বরে আদি প্রভৃতি ছয় রস বিভাগ ক্রমে কাল ও মাত্রা লক্ষ করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে জগৎ বশীভূত হইতে পারে। এই জন্যই নাদ ব্রহ্ম রূপে কথিত হয়। আর চ্ছাদন করিতে পারে বলিয়া বেদকে ছন্দ বলে। বেদ যথা নিয়মে স্বরিত হইলে বক্তার সর্ব্বযোগ ক্ষমতা জন্মিতে পারে কাল অনুসারে সুকণ্ঠ পশু পক্ষী দূরাস্তাং ভেক রবেও মানব হৃদয় আকৃ হয়। ইহাতেই ছয়টি রাগ এক একটি জন্তুর স্বর হইতে অনুকৃত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা ময়ূরের কেকারব হইতে ষড়জ, কোকিল কূজন হইতে পঞ্চম অথবা বসন্ত রাগ ও কুক্কুরের স্বর হইতে খাম্বাজ রাগ গঠিত হইয়াছে স্বর সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিবার আছে, কিন্তু তাহা এই স্থানে সুবিধাজনক হয় না।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই সর্ব্বভূত বশীকরণ এবং মুক্তির পরা সাধন যোগ সঙ্গীত বিদ্যা এখন বিলাস লালসার উদ্দীপনার স্থান অধিকা করিয়াছে। ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত ঋষিরা যে সকল যোগ পদ্ধতি আবিষ্কা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ন্যাসের দ্বারা স্তম্ভন যোগও একতর উপায়। সে

স্তম্ভনযোগ অভ্যাস জন্য যোগীরা বিস্তর প্রয়াস পাইয়াও কদাচিৎ সফল কাম হইতেন। কিন্তু সামান্য বাজীকরগণ অর্থ উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় স্তম্ভনযোগ সহজে শিক্ষা করিয়া দর্শকের নিকট বলিহারী লইতেছে। সেই রূপ পরম যোগ সঙ্গীতও এখন ব্যবসায়ী এবং বিলাসীর হাতে বিকৃত আকার ধারণ করিলেও তাহার পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। মনুষ্য সামান্য অর্থ এবং অকিঞ্চিৎকর সম্মান প্রত্যাশায় যেরূপ ঐকান্তিক চিত্তে, যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনপাত করে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে ঈশ্বর সাধনায় তাহার শতাংশ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হয় না। বাজী-করেরা যদি ঈশ্বর সাধন উদ্দেশে স্তম্ভনযোগ অভ্যাস করিত, তবে কদাচই কৃতকার্য্য হইত না। যোগ সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে, তাহা এই স্থানে উল্লেখ যোগ্য।

এক জন যোগীর একটি যুবা বয়স্ক চেলা ছিল, সে সর্ব্বাই বিবাহের চিন্তা করিত। যোগী খেচরী মুদ্রা সাধন নিমিত্ত প্রত্যহ জিহ্বা বর্দ্ধিতায়তনের প্রয়াস পাইতেন। মুদ্রার উদ্দেশ্য এই যে, জিহ্বা পরিমিত বৃদ্ধি পাইলে তাহা উল্টাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র রোধ করিলে, সে সময় চিত্ত যাহাতে সমাহিত থাকে, মুদ্রা সাধনান্তেও ঠিক সেই ভাবেই থাকিয়া যায়। কূটস্থ চৈতন্য হইতে পরমামৃত বিন্দুক্ষরণে যোগীর জরা মৃত্যু আদির শঙ্কা থাকে না। ইহাকেই হট যোগ বলে। কিন্তু চেলা তাহার উদ্দেশ্য কিছু না জানিলেও সে যোগীর দৃষ্টান্তে জিহ্বা বর্দ্ধনের চেষ্টা করিত। দৈবাৎ এক দিন তাহার জিহ্বা পরিমাণ মত বৃদ্ধি পাইয়া উল্টাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র পথ রুদ্ধ হইয়া সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। যোগী চেলাকে আপনার অসাধ্য যোগে কৃতকার্য্য দেখিয়া তাহাকে ভাগ্যবান বিবেচনায় স্থানান্তরে চলিয়া যান।

চেলা যোগাবস্থায় বহু বৎসর অতিবাহিত করে, তাহার শরীরের উপর নানা লতা গুল্ম জন্মে। কোন সময় এক জন রাজা মৃগয়া উপলক্ষে সেখানে গিয়া প্রস্তাবিত কাণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি যোগীর শরীরের উপরিস্থ গুল্ম লতাদি অপসারিত করিয়া বহুযত্নে তাঁহার

সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ কিছু আহার করাইবার চেষ্টা করিয়া দেখেন যে, তাহার জিহ্বা উল্টাইয়া আছে। অঙ্গুলী সংযোগে জিহ্বা সরল করিবামাত্র তাহার যোগভঙ্গ হইল। তখনই যোগীরূপী চেলা "বিবাহ দেও, বিবাহ দেও' বলিয়া উঠিল, এবং তাহার গুরু যোগী কোথায়, সে এ রূপে এখানে কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। রাজা আদ্যন্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চেলার হট যোগে হট কারিতামাত্রই প্রকাশ পাইল।

অতএব যোগাভ্যাস সিদ্ধ হইলেই ধার্ম্মিক বা তাপস হয় না। তবে ঈশ্বর উদ্দেশে যোগাভ্যাসকারী, সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' বলিয়াছেন। কর্ম্মে পারদর্শী হইতে না পারিলেও কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা অবশ্যই প্রশংসনীয়। পূর্ব্বকালে বেদ পাঠ অথবা যোগসাধনে সকলেই যে কৃতকার্য্য হইতেন, এ কথা বলা যায় না। তবে ত্রিবর্ণেরই সেই পথ অবলম্বনের চেষ্টা ছিল। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-গণ অনন্য মনে তাহা করিতেই বাধ্য ছিলেন। এখনও ইংরেজী শিখিবার জন্য সকলেই সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে দিয়া থাকেন, কিন্তু শতকরা কয়জন শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ঠিক থাকিতে পারেন? ইহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি-য়াও যেমন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বীতশ্রদ্ধ হই না। সেই রূপ ধর্ম্ম সাধনায় কৃতকার্য্য হইব না বলিয়া সাধনপথে গমন করিতে বিরত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। সিদ্ধি বহু জন্ম সাধ্য হইলেও এ জন্মে চেষ্টা না করিলে জন্মান্তরে তাহা সহজ লভ্য হয় না।

বৈদিক ছন্দ এবং উদাত্তাদি স্বর ভাঙ্গিয়া ধ্রুবপদ সঙ্গীতের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কালে তাহা টপ্পায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই সঙ্গীতের সেই অমৃতময় ভাব এখন বিষে পরিণত প্রায় হইয়াছে। অতএব বেদ-গায়ক পূজনীয় ঋষি-সন্তানদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে আবার সঙ্গীত যোগের চরমোৎকর্ষ লাভ করা বহু দিনের কথা। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধিতেও পরমোপকার আছে। তাহাতেই

খাঁটী অথবা মিশ্র রাগে যে প্রণালীতেই হউক ধর্ম্ম সঙ্গীত প্রণেতা মাত্রেই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রস্তাবিত কারণেই কটি কথা লিখিতে গিয়া পথভ্রান্ত প্রায় হইয়াছিলাম। দেশের বিশেষতঃ আর্য্য সন্তানদিগের এখন এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে যে, পরম ভাগবত জয়দেব গোস্বামী, বিদ্যা-পতি প্রভৃতি মহাত্মাগণ সঙ্গীত চর্চ্চার যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান নব্য শিক্ষিত বৃন্দের অনেকেই তাহাকে হিজিবিজি বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথা ভাবেন না যে, তাঁহারা যেমন ১৫।২০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে একটী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, এখনও সঙ্গীতে যাহা কিছু আছে, তাহা নিয়ম মত শিখিতে আজীবন খাটিলেও সুশিক্ষা হয় কি না সন্দেহ। তবে কাল ধর্ম্মানুসারে পতিতোদ্ধারক মহাত্মা চৈতন্যদেব কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। চৈতন্যদেব যদি বর্ত্তমান বর্ণ-শঙ্কর উদ্ধারক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইতেন, তবে বুঝি তিনিও বর্ত্তমান কালে শ্রদ্ধা পাত্র হইতেন না। যাহাহউক এখন চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা বিস্তারে কীর্ত্তন গানে অনেকেরই অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গভাষায় সঙ্গীত প্রণেতা দাশরথি রায়, মধুসূদন কাণ প্রভৃতি, বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে মনুষ্যের মধ্যেই পরিগণিত নহেন। বোধ হয় কালে তাঁহাদের মাহাত্ম্য এবং তাঁহাদের প্রতি বঙ্গ-সঙ্গীত প্রচার পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতার দিনও আসিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে, বেদগান রত আর্য্যদিগের দেশে আজ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ইউরোপীয় পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় গতের সংমিশ্রণে এক প্রকার বর্ণ-সঙ্কর সঙ্গীতের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতেও প্রকৃতরূপে রাগ রাগিণীর মাহাত্ম্য এককালে লোপ পায় নাই। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে অনেক সাধক সন্ন্যাসী প্রাচীন রাগ লয় যুক্ত ভজন গানে সাধনা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কলাবৎ সঙ্গীতের চর্চ্চা অনেক কমিয়াছে। এদেশে এখন সঙ্গীতের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইলেও, কৃতবিদ্য সমাজের

মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন; ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অতএব "সঙ্গীত-কুসুম" প্রণেতা নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কালে এই পুস্তকের সঙ্গীতও কৃতবিদ্য সমাজে গণনীয় হইতে পারে। সঙ্গীত-কুসুম-প্রণেতা স্বয়ং প্রকৃত সঙ্গীত কলায় অভিজ্ঞ না হইলেও অন্যান্য মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে রচনায় বিশেষ পটুতা দেখাইয়াছেন। ইহাঁর লিখিত গানগুলি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। বাগছী মহাশয় রাজসাহী জেলার একটী রত্ন স্বরূপ। তাঁহার স্বভাবজ কবিতা রচনা শক্তির এবং ভাবুকতার নিদর্শন 'কবিতা-কুসুম' পুস্তক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। আবার এই 'সঙ্গীতকুসুম' প্রচারে তাহার পরমভক্তি এবং স্বদেশ প্রেমিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়াছেন। ইহাঁর অনেক সঙ্গীতে গ্রন্থকার যে আপনার হৃদয় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিচিত মাত্রে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সাধারণের তৃপ্তি হইবে না বলিয়া গ্রন্থের সঙ্গে প্রণেতার চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে থাকা আবশ্যক বোধে কটি কথা বলা যাইতেছে।

গ্রন্থকার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গাঙ্গইল গ্রামে * ৺ মৃত্যুঞ্জয় বাগছীর ঔরসে এবং জয়দুর্গা দেবীর গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন †। অপোগণ্ড অবস্থায় মাতৃ বিয়োগে এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি বড়ই দুস্তরে পড়িয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বালক, সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, পিতৃ ত্যক্ত এরূপ সম্পত্তি কিছু ছিল না। ভগবানের কৃপায় ইনি নানা ক্লেশে সে কালের প্রণালীতে বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখিয়া রামপুর বোয়ালিয়ায় পরলোকগত গৌরসুন্দর সিংহ উকিলের মুহুরেরগিরিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* ইহার প্রাচীন নাম গঙ্গাগ্রাম। ইহা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের একটী প্রাচীন সমাজ। কুল-শাস্ত্র-দিপীকা— ২৫ পৃষ্ঠা।

† কবি ১১২ নম্বর গীতে সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

সিংহ মহাশয় রাজসাহী জজ আদালতে এক জন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। রামজয় বাবু আপনি অনটনের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত বলিয়া জীবিকার উন্নতিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন। অল্প দিনেই সিংহ মহাশয় ক্রমে রামজয়ের কর্ম্ম কুশলতা, ন্যায়পরতা, এবং বিশ্বস্ত ব্যবহারে রামজয়কে আপনার পরিবারস্থ বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মোপলক্ষে রামজয়ের সহিত অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদারের পরিচয় হয়। তাহার কার্য্য পটুতায় ও সদাশয় ব্যবহারে অনেকেই তাঁহাকে মোক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুতরাং সেই মুহরেরগিরি রামজয়ের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূল সূত্র। প্রস্তাবিত প্রকারে মোক্তারী কার্য্যে প্রসর বৃদ্ধি হইলে ইনি স্বাধীনভাবে মোক্তারী কার্য্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন।

ইনি সুদারুণ অধ্যবসায়ে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেও ইহার শরীরে অভিমান প্রবেশ করিতে পারে নাই। অনটনে শিক্ষার সুবিধা না থাকিলেও, ভগবানের প্রদত্ত স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি পাঠ্যাবস্থাতেই স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক ও কটি গান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। সংপ্রতি ইনি আপনার উদারতা এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কার্য্য কুশলতা এবং অমায়িক ব্যবহারে স্বকীয় ব্যবসায়ে স্বনাম বিখ্যাত হইয়াছেন। সন্তোষের বিষয় এই যে, চঞ্চলা কমলার কৃপা লাভেও ইনি আত্মবিস্মৃত হন নাই। ইনি আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সাধ্যমতে দরিদ্রের সহায়তা, যোত্রহীন পাঠার্থীর বিদ্যাশিক্ষা, এবং বিপন্নের বিপদুদ্ধারে যথোচিত সাহায্য করিয়াথাকেন। ইহাঁর আশ্রয়ে নিয়ত ১০।১২টী পাঠার্থী ভরণ পোষণ, চিকিৎসা এবং বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াথাকে। এই রূপে ইহাঁর সদয় ব্যবহারে অনেক বালক কৃতবিদ্য হইয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সাধ্যমত দানে এবং আতিথ্যেও ইনি অনেক কৃতবিদ্য ধনীর দৃষ্টান্ত স্থল।

কবি বাল্যকাল হইতেই রহস্যপ্রিয়। তাঁহার বাল্য হৃদয়ে ভীষণ দুঃখের ছায়া পতিত হইলেও ইনি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন। অথচ কিছুতেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তিরোহিত হইত না। ইহাঁর সব্যঙ্গ গল্পে এবং কৌতুকাবহ লোক চরিত্র ব্যাখ্যায় আবাল বৃদ্ধ মুগ্ধ হইয়াথাকেন। ইনি সামাজিক, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত, সঙ্গীত, নাটক, খেলার বৈঠক, সকল কার্য্যেই হৃদয়ের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম্মবলম্বী হইলেও কোনও অপর কোন ধর্ম্ম মতের প্রতি ইহাঁর বিদ্বেষ নাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত কিম্বা সামাজিক উৎসব হইতে কৌতুকাবহ নাটকাভিনয় কিম্বা পাশাখেলায় ইনি যেমন উদ্যমশীল, আবার বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, পীড়িতের তত্ত্বাবধানে সেই রূপ হৃদয়ের উদ্যমে অগ্রগামী (১)। এরূপ সর্ব্বপ্রিয়তা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াথাকে। অনেক সময়ে অর্থহীন দরিদ্র কৃষক এবং অনাথা বিধবা ইহাঁর উদারতায় বিনা ব্যয়ে অথবা অল্প ব্যয়ে সুবিচার পাইয়াথাকে।

---

(১) বর্ত্তমান কালে শব বহনাদি কার্য্য অনেকেই ক্লেশ ও অপমান জনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াথকেন, কিন্তু এ কার্য্যে রামজয় বাবুর বিন্দু-মাত্রও অশান্তি নাই। ১২৮০ কি ৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বোয়া-লিয়া নগরীতে ভয়ঙ্কর ওলাউঠার উপদ্রব উপস্থিত হয়। একটী ভদ্রলোকের সহোদর সেই ব্যাধিতে পরলোকগত হইলে, বহু চেষ্টা-তেও সহস্রাধিক ব্রাহ্মণের নিবাস স্থান বোয়ালিয়ায় শব বহনের লোক পাইলেন না; চৈত্রের দুরন্ত রৌদ্রে, ভীষণ ওলাউঠার আতঙ্কে কেহই অনাবৃত শ্মশানে যাইতে সম্মত হইলেন না। আমার স্মরণ আছে যে, রামজয় বাবু, মৃতের আত্মীয় এক জন এবং আমি মাত্র ক্রোশাধিক পথে সব লইয়া গিয়া দেখি যে, শ্মশান-রাজ ডোম পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এক গাছি কাষ্ঠও নাই। শেষে রামজয় এবং আমাকে স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া বাবলা বৃক্ষ ছেদন ও বহুদূর হইতে স্কন্ধে বহন করিয়া প্রভাত হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে শব দাহন করিতে হইয়াছিল।

ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইনি আপনার বাল্য দারিদ্র্যের বিভীষিকা সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া দুঃখী এবং অসহায়ের সাহায্যে তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

এই পুস্তকের গানগুলিতে কবি অনেকস্থলে বিশেষ নৈপুণ্য এবং কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকগুলি গানই কবির হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে উৎপন্ন। তাহা সাধারণের সমানভাবে রুচিকর হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত গুণের অনাদর হয় না।

কবি নিঃস্বার্থ জলাশয়াদি পূর্ত্ত কার্য্যে বিশেষ উদ্যমশীল, তাহা তাঁহার ৬১নং গানে যেমন প্রকাশিত আছে, সেইরূপ তিনি সবান্ধবহীন নিঃসম্পর্কীয় নেপালদিঘী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে একটি জলাশয় নির্ম্মাণে গ্রামবাসীর জীবন রক্ষা করিয়া কার্য্যেও দেখাইয়াছেন। মুখে অনেকে নীতিকথা বলিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে কয় জন স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে পারেন? কবি দশ মাস বয়সে মাতৃহীন হইয়া জগন্মাতৃ স্বরূপা গো-দুগ্ধেই পালিত হইয়াছেন, তাই ইঁহার অকপট মাতৃভক্তি গোজাতির উপর সংক্রমিত হইয়াছে। ইঁহার বাড়ীতে যেরূপ আয়োজনে গোসেবা হইয়াথাকে, তাহা অনেক লক্ষপতিরও শিক্ষণীয়। তাহাতেই কবি গোজাতির দুঃখে হৃদয়ের মর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া ৬০ নং গানে গাইয়াছেন।

কবি, স্বয়ং বিষ্ণু উপাসক হইলেও, আপনার বাড়ীতে শক্তি উপাসনায় পরাঙ্মুখ নহেন। তিনি যদিচ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার,— 'বরং বৃন্দাবনেরণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নচবৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।' উপদেশ ১০ নং গানে— 'বরং ব্রজমাঝে উদ্ভিদ হইব' পদে ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি ৩৬ নং গানে হরিহরের অভেদত্ব আর ১০১ নং গানে কালী কৃষ্ণের একতা গাইয়া হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এই পুস্তকে শক্তি সঙ্গীতও অনেকগুলি আছে। কবি স্বয়ং প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন আচারের পক্ষপাতী, তাই হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সব্যঙ্গে ৬৩ নং হইতে ৬৬ নং গান গাইয়া সমাজের দুঃখে এক চক্ষে হাসিয়াছেন, এক চক্ষে কাঁদিয়াছেন। করুণ এবং হাস্য রসের বিপরীত সম্বন্ধ; এই বিপরীত সম্বন্ধযুক্ত রসের একতায়

অবতারণা করা কবিত্বের বিশেষ পরিচায়ক। কবি, ৭৩ নং গানে নিরীহ পলু পোকার দুঃখেও ব্যঙ্গের চক্ষে কাঁদিয়া পরম উপদেশ দিয়াছেন। ইনি নিয়ম মত সঙ্গীত শিক্ষা করেন নাই, কাজেই নিভাঁজ রাগ রাগিণীর আলোচনা করিতে অবশ্যই অসুবিধা হইয়াছে। তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বে গানগুলি উপাদেয় হইয়াছে। গানগুলি গাইবার সুবিধার্থে রাগ রাগিণী ও তালের নাম ব্যতীত, সাধারণে প্রচলিত যে যে গানের অনুকরণে কবির হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়াছিল, সেই সকল গানের প্রথম পাদ নিজকৃত গানের উপরে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, বলিয়া সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পর্য্যন্ত কণ্ঠ কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি হইবে। তাহার মধ্যে ৩৪ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ মহারাজা রামকৃষ্ণের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী সাধক প্রধান রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যে বলিয়া এবং ৯২ নং গানের দৃষ্টান্তে যে পদাংশ সাধক প্রধান কমলাকান্তের বলিয়াছেন, তাহা আমরা তান্ত্রিক যোগী দ্বিজরাজ ভট্টাচার্য্যের নামের ভণিতায় শুনিয়াছি।

আমি এক জন সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ, কাজেই গানগুলির রচনাকৌশল ব্যতীত তান লয় সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে সঙ্গীতানুরাগীর কণ্ঠে ইহার দুই চারিটি গান শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ কবি যে ব্যবসায়ে আপনার উন্নতি করিয়াছেন ইহাতে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত একটী গানও না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ রহিলাম। কবি যেরূপ সমাজের দুঃখে দুঃখিত, তাহাতে আশা করি যে, সঙ্গীত কুসুমের দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশকর মোকদ্দমা অনলের দুঃখ শিখাবর্ত্ত, কবির কণ্ঠে উদ্গীরিত হইতে দেখিব ইতি।

চুচুড়া।
১৪ই ভাদ্র। ১৩০১।

শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহিড়ী

"সঙ্গীত-কুসুম"— শ্রীযুক্ত বাবু রামজয় বাগছী প্রণীত, মোঃ বোয়ালিয়া। রামজয় বাবু এক জন সুরসিক ভাবুক কবি। ইঁহার "কবিতা-কুসুমই" তাহার দীপ্যমান প্রমাণ। সমালোচ্য সঙ্গীত কুসুমের গান গুলির ভাষার বেশ লালিত্য এবং পারিপাট্য আছে। অধিকাংশ গানই প্রেমোদ্দীপক এবং সাধক হৃদয়ের পরিচায়ক বটে। গ্রন্থকর্ত্তা যে আর্য্যধর্ম্মে আস্থাবান, একজন হৃদয়বান পুরুষ এবং ভগবদ্ প্রীতির বা প্রেমের যে যৎকথঞ্চিৎ আভাস তাহাতে বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহার রচিত গানগুলি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। অধিকাংশ গানই রামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতি সাধকদিগের অনুকরণে গীত হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটী গানাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং তাহাদের সহিত শাস্ত্র সামঞ্জস্যতা প্রসরই বা কতদূর তাহাও দেখান যাইতেছে। পুস্তক খানিতে সমুদায়ে ১১৪টী গান আছে।

গান নং ৪।

অন্তে তবাশ্রয়, জীব আত্মারয়,
ওষধি মাঝারে কর তায় প্রেরণ।

ইহা দ্বারা পুনর্জ্জন্মের সূচনা করা হইয়াছে "পঞ্চাগ্নি যে গতঃ জন্ম-শ্রুতে' পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ আকাশ, পর্জ্জন্য, বৃষ্টি, পৃথিবী, যোষিৎ ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে মৃত জীব পুনর্ব্বার স্থূলদেহ লাভ করে, এই শ্রুতি বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

গান নং ৫।

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্ত্বজ্ঞান,
পাই যাহে সে নির্ব্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে উপাধিভেদে জীব শিব হইয়া যায়, তখন অখণ্ড পরম পুরুষ ভিন্ন আর কিছুরই সত্বা উপলব্ধি হয় না। অথাৎ 'স আত্মতত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

গান নং ১০।

(আহা) কর্ম্মফলে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলাম,
তায় দ্বিজ কুলে জন্ম লভিলাম। ইত্যাদি।

প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ, সেই মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; এতাদৃশ বিশিষ্ট জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি ভগবদ্‌তত্ত্ব বিদিত হইতে পারে, সেই সার্থক জন্মা। 'এতদহি জন্ম সাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ' ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে।

গান নং ১৬।

হায় কর্ম্ম ভূমি, এ ভারত ভূমি,
বাসে বাসব বাঞ্ছিত ইত্যাদি।

পৃথিবীর সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষই কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে সকল বিষয়েই শীর্ষ স্থানীয়, এই ভারতবর্ষ হইতেই পরম্পরা ক্রমে অন্যান্য দেশে সে সমুদয় ক্রমে সম্প্রসারিত হয়, " স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরথ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ' ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য প্রতিপাদিত

গান নং ৮২।

হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত।

তাৎপর্য্য— ভক্তি সহকারে কেবল ভগবানের নাম সাধনেই জীবের মুক্তি হইতে পারে। আর ভগবান ভিন্ন এ সংসারে জীবের পরম মিত্র কেহ নাই, কেন না সাংসারিক মিত্র সময়ে অমিত্রও হইতে পারে, অতএব আত্মোদ্ধারার্থে ঈদৃশ পরম মিত্রের উপাসনাই শ্রেয়ঃ। 'আত্মাত্যেবোপাসীৎ। প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয় বিত্তাৎ' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় গানগুলি বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রধাতনঃ তিন ভাগে বিভক্ত যথা,—

কর্ম্মকাণ্ডীয়, ভক্তি বা জ্ঞান কাণ্ডীয় এবং কর্ম্ম ও ভক্তি উভয়

কাণ্ডীয়। সুতরাং কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই যুগপৎ, ইহা দ্বারা অনেকটা উপকৃত হইবেন এমন আশা করা যায়।

হিন্দুরঞ্জিকা, ১৪ই ভাদ্র। ১৩০১।

—০—

সঙ্গীতকুসুম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মত।

"গানগুলির অধিকাংশ বড় সুললিত হইয়াছে। শীঘ্রই ছাপাইতে দিবেন। যে সমস্ত গান প্রস্তুত করিয়াছেন, অতি সুন্দর হইয়াছে। দুই একটী গান আমি তথায় থাকিলে আরও ভাল হওয়ার সম্ভব ছিল। যাহা-হউক সে জন্য কোন দোষ হয় নাই"।

শ্রীরোহিণীনন্দন সেন।
জলপাইগুড়ি।

—০—

আপনার গানগুলি বড়ই পরিপাটী হইয়াছে। আজ কাল আপনার রচিত গানই সর্ব্বস্থলে গাইয়াথাকি, অন্য গান সমস্ত ভুলিয়া যাইবার মত হইয়াছে।

শ্রীকাশীমোহন চক্রবর্ত্তী।
অবধুত যোগী।
নেপালদিঘী।

—০ঃঃ০—

৺মধুসূদন কিন্নরের সুরানুকরণে আপনার রচিত সঙ্গীতগুলির অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুঠিয়া রাজধানী ঝুলনের গান গাইয়া খুব প্রশংসা হইয়াছে এবং বিজয়া কয়েকটীও গাওয়া হইয়াছিল।

শ্রীতারণকৃষ্ণ কিন্নর।
উলশী।

সূচিপত্র।

বিষয়— যে রচয়িতার সুরে— গানের নম্বর।

প্রাকৃতিক।

রাজনৈতিক।

সঙ্গীত-কুসুম। ২

—০)ঃঃ(০—

১নং।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঢিমাতেতালা।

(তুমি হে জগত যন্ত্রণাহারিণী) জুড়ী।

শ্বেত সরোজে বসতি, ভারতি হের মা সংপ্রতি,

এ দীন প্রতি পদ্মাননে।

বিশদ বরণি, বানি, বন্দিনী ত্রিভুবনে। ১

তুমি যারে কর দয়া, প্রবাদ আছে পদ্মালয়া,

তার পরে হয় নিদয়া, মোরে বাম দুজনে। ২

মা! তব করুণা ফলে, নবে অমরতা ফলে,

এ জীবন গেল বিফলে, অন্তে রেখো চরণে। ৩

বাসনা ছিল অন্তরে, রসনা সেবিবে তোরে,

ভ্রান্ত রাম অর্থ তরে, ক্ষান্ত তব সাধনে। ৪

—০ঃ০—

২নং।

রাগিণী বেহাগ। তাল জৎ।

(যদুনাথ তোমার সখা রাখাল সকলে)

গুরুদেব! প্রণতি ও যুগল চরণে।

হে শরণ্য হও প্রশন্ন, এ বিপন্ন সন্তানে। ১

অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,

তৎপদ হয় সুগোচর, তব করুণা গুণে! ২

দেখায়েছ মুক্তি পথে, ত্যজে তা ভ্রমি অপথে,
দাঁড়ায়েছি মরণ পথে, তবু সে পথ দেখিনে। ৩
ভুরু-মধ্যে বিদ্যমান, আজ্ঞা চক্রে তব স্থান,
হেরে না রাম অজ্ঞান, দেখাও জ্ঞান নয়নে। ৪

—০—

৩নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট। তাল ঝাপতাল।

(বলে গেলিনা বলেরে ভাই ভেবেছিলাম) দাশরথী

এই নিবেদন তোমার সদন, করিহে করি বদন।
ওহে মদন নিধন হৃদি-নন্দন নিরঞ্জন। ১
গজেন্দ্র বদন গণপতি গণেশ স্থুল তনু,
লম্বোদর লোহিতাঙ্গ দ্যুতি যিনি বাল-ভানু,
অথবা অনল আভা আঁখি রঞ্জন। ২
তুমি বেদের হৃদয় মণি, প্রণব স্বরূপ গণি,
সাকারে ত্রি মুর্ত্তি তব হৈল প্রকটন।
তেঁই সে বেদ বিহিতসবে তোমারে আগে পূজে,
লোহিতাঙ্গ বিধি-রূপ, বিষ্ণু চারু চারি ভুজে,
শিব রূপে বিশদ শির জানে যোগি জন। ৩
আমার বিনাশ শমন শাসন, ওহে বিঘ্ন বিনাশন,
ঘুচাও গমন আগমন এ ভব ভবন।
নিরত পাপে বিরত কর বিষয় বিষপানে,
হর দুখ হর-নন্দন হেরম্ব হেররাম পানে,
কৃপা করি করুণা কণা কর বিতরণ। ৪

—০ះ০—

৪নং।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

(তোমরা কেউ ঘুমাওনা) দাশরথী।

প্রণাম হে সহস্র কিরণ, কর ত্রিতাপে আমারে তারণ,
আসি কর্ম্মক্ষেত্রে, ভ্রমি কর্ম্মসূত্রে,
পাই পুনঃ পুন জনম মরণ। ১
ও হে দিন পতি! শ্রুতি স্মৃতি কয়,
তোমা হইতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
অন্তে তবাশ্রয়, জীব আত্মারয়,
ওষধি মাঝারে কর তায় প্রেরণ। ২
করদানে কর পালন সবার, অন্তে উগ্র তেজে এ বিশ্ব সংহার,
হে ত্রিগুণাত্মক, ভ্রান্ত ভ্রমান্তক,
নরে করে তোমা জড় নির্দ্ধারণ। ৩
আরোগ্যদ তুমি হর জীব ব্যাধি,
বিনাশ রামের তাপ আধি ব্যাধি,
হরহে মিহীর, অবিদ্যা তিমির, করি কৃপা কর-কনা বিতরণ। ৪

৫নং।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকান।

হে শিব শঙ্কর সদাশিব, আর কত আসিব।
কর্ম্ম ক্রমে, কর্ম্ম-ভুমে, কর্ম্ম পাশ কবে নাশিব। ১

জ্ঞানময় পঞ্চানন, দেহ মোরে তত্ত্বজ্ঞান,
পাই যাহে সে নির্ব্বাণ, পরাৎপরেতে মিশিব। ২
গজেন্দ্র বদন, বিষ্ণু, সূর্য্য, সতী সনাতনী,
শিব সেবে পঞ্চমতে তন্ত্রে পথ পঞ্চায়তনী,
নাশ দাসের ভ্রম প্রপঞ্চ, একি ভাবি যেন পঞ্চ,
তার ভক্ত-হৃদি মঞ্চ, বিনাশী রাশি অশিব। ৩
স্মর-বপু বিনাশিলে ওহে ত্রিপুরান্তকারী,
হরহে হর তনয়—ত্রিতাপ ত্রিতাপহারি,
হে মহাকাল কাল নিকটে, ডাকে রাম পড়ে শঙ্কটে,
কবে জাহ্নবীর তটে, মরে সে নীরে ভাসিব। ৪

—০—

৬নং।

রাগিণী অহং। তাল একতালা।

(গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল) দাশরথী।
(এমা) জগত বন্দিনী, নগেন্দ্র নন্দিনী, যোগেন্দ্র ঘরণী,
কালবারিণী।
তুমি যেতে পিতৃ বাসে, (মাগো) দেখাও কৃত্তি বাসে,
দশ মহাবিদ্যা রূপ আপনি। ১
হ'লে কালি তারা, বরা ভয় করা, অসি মুণ্ড ধরা অন্য পাণি,
রূপ ধর ভোলা জায়ে, (মাগো) ভোলে ভোলা যায়ে,
ষোড়শী শঙ্কর মন্মোহিনী। ২
হও ভুবন ঈশ্বরী, হে ত্রিপুরেশ্বরী, ভৈরবী ভৈরব সিমন্তিনী।

নিজ, কণ্ঠ কাটি হস্তে, ওমা ছিন্নমস্তে,
হেরি হর ত্রস্তে, দেয় মেলানি,
রূপে ভক্ত-হৃদি গলে, (মাগো) মাতঙ্গী বগলে,
ধুমাবতী পদ্মবন বাসিনী। ৩
আমার বিষয় বাসনা, হর সবাসনা, বসনা রসনা, সনাতনী।
এই দ্বিজাধম রাম, ত্যজে তব নাম,
বৃথা অর্থ কাম, চায় জননি!
দাসের নাশ এ দুর্ম্মতি, (মাগো) দেহ পদে মতী,
হরমা দুর্গতি গতিদায়িনি। ৪

—o—

৭নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল একতালা।
(ভেবে আকুল বসুদেব) দাশরথী।

তারা তার নন্দনে।
ত্বরা দীনে স্বগুণে, ভানুসুত ভয়ে মা অভয়ে,
নৈলে তবসুতে বেঁধে লবে শমনে। ১
(আমার) হৃদয় বাসনা, ত্যজি রূপা সোনা,
করি সবাসনা, ইষ্ট উপাসনা, হলোনা
কেন না, দেহে আছে ঋপু ছয়, (জননি) তারা বাদী হয়,
সজোরে বিজয় করেছে মনে। ২
দেহ হর-শক্তি, শক্তি দেহ মনে,
মুক্তি মাতা ভক্তি দেহ অকিঞ্চনে,

করি জয়, ঋপু চয়, রাম একান্ত মানসে,
(মাগো!) ভজিবে ভবেশে হর মহেশে হর ললনে।

৮নং।

রাগিণী বিভাস। তাল ঢিমে তেতালা।

(শুন মা জনম কথা) মধুকাণ।

হরি হে দীনের প্রতি, কৃপায় চাও সংপ্রতি,
করি মিনতি। ই ই ই ই। ১
মীন রূপে বেদে উদ্ধার, করেছ বিশ্ব মূলাধার,
কূর্ম্ম রূপে ধরার আধার, হ'লে শ্রীপতি। ২
একার্ণবে ধরা যবে নিমগ্না নীরে,
উদ্ধার বরাহ রূপে এ ধরণীরে
বধে ছিলে হিরণ্যাক্ষে, হিরণ্য কশিপু বক্ষে—
বিদার ধরি কটাক্ষে, নৃসিংহ মূরতী। ৩
জন্মিলে বামন রূপে অন্ত কেবা পায়,
ইন্দ্র হবে বলি বলি ছলিলে ত্রিপায়,
তা পরে ভৃগুর বংশে, অবতীর্ণ হয়ে অংশে,
বিনাশি ক্ষত্রিয় বংশে, রাখিলে ক্ষিতি। ৪
দমিলে দশ বদনে রামাবতারে,
যে সুধাময় রাম নাম ক'রে পাতকী তরে,
ধরণী ধন্য তা পরে, হলধারী রাম দ্বাপরে,
বুদ্ধদেব অতঃপরে, বিরোধি শ্রুতি। ৫

ধর্ম্মস্থিতি হেতু হরি সম্ভোল গ্রামে,
হবে বিষ্ণু যশাসুত সে কল্কি নামে,
মুক্ত অসি করি করে, নাশিবে ম্লেচ্ছ নিকরে,
পামর রাম কিঙ্করে, কর নিষ্কৃতি। ৬

৯নং!

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(আমি ঐ খেদে খেদ করি তারা) রামপ্রসাদ।

(এসব) তোমারি চাতুরী। (কেশব) মনোহারি হে মুরারি।
তুমি কর কারে তত্ত্বজ্ঞানী কারে করাও চুরি। ১
কারে কর জ্ঞানী ধনী মুর্খ বা ভিখারী।
কর যোগি ঋষি মুনি কারে, কারে পাপাচারী। ২
কেউ বা ব্যাভার কত্তে নারে অর্জ্জিত ধন তারী,
কেউ সর্ব্বস্ব দান ক'রে দীনে হচ্ছে বনচারী। ৩
অবিদ্যা সে ছয় ঋপু সৃজন তোমারি,
আমি তার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে অপথে ঘুরে মরি। ৪
(তুমি) সুমতী দিলে না দাসে কি দোষ দাসেরি,
তাই ভাগ্য দোষে মোহ বসে কর্ম্ম পাশে ঘুরি। ৫
স্বধামে, পতিত রামে দয়া করি হরি,
লয়ে জঠর যাতনা আর দিওনা ফিরি ফিরি। ৬

স্থাপিত বিগ্রহের প্রতি।

—০)ঃঃ(০—

১০নং।

রাগিণী খটভৈরবী। তাল একতালা।

(ওরে নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি) দাশরথী।

হরি, আর কি ওপদ সেবিব।
আর কি সযতনে, তুলসী চন্দনে, ও রাঙ্গা চরণে,
পূজিতে পাইব। ১
আর কি কর্ম্মফলে হইব ব্রাহ্মণ,
আর কি কর্ম্মক্ষেত্রে করিব ভ্রমণ,
আর কি নারায়ণ, প্রণব উচ্চারণ,
করি তব নাম হৃদয়ে জপিব। ২
(আহা!) কর্ম্মফলে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলাম,
তায় দ্বিজ কুলে জন্ম লভিলাম,
হায়! কর্ম্ম ক্রমে পতিত হ'লাম,
আর কি দ্বিজ কুলে জনম লভিব। ৩
(আর) বাঞ্ছা নর-জন্মে নাহি জনার্দ্দন,
দয়াময়! রামের এই নিবেদন,
তীর্য্যগ্ যোনি যেন হয় না ভ্রমণ,
বরং ব্রজ মাঝে উদ্ভিদ হইব। ৪

১১নং।

রাগিণী খটভৈরবী। তাল একতালা।

(যাতে ক্ষির সর হে গোকুলেশ্বর) দাশরথী।

দিনত অমনি, হে চিন্তামণি, আমার গত হ'লো বৃথা কাজে।
আমি দুরাশয়, সেবিলাম বিষয়, বিষময় ওহে বিশ্বময়,
কভু না ভাবিলাম তোমা হৃদয় মাঝে। ১
পাপী বলে যদি না কর উদ্ধার,
পতিত পাবন নামে ওহে বিশ্বাধার,
অযশ ঘোষিবে এ বিশ্ব মাঝার,
অকলঙ্কে কিহে কলঙ্ক সাজে। ২
যোগ সাধি যারা অমল অন্তরে,
যোগী ঋষি মুনি তত্ত্বজ্ঞানী তরে,
তায় কি মহীমা ? মাহাত্ম্য মুরারে,
তারিলে রামেরে চরণ রজে। ৩

১২নং।

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

(রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়) দাশরথী।

দীনে, কর দয়া দয়াময়।
আমি রঙ্গ রসময়, কুকাজে সময়, কাটালাম ভবে বৃথা বিশ্বময়,
অন্তিম সময়, হরি গুণময়, শমনে যেন না লয়। ১
বিষয় বাসনা বিষম বিষময়, পরিহরি হরি সদা মনে লয়,
ত্যজিতে না পারি তোমারি মায়ায়, দারা পুত্র বিত্তালয়। ২

যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র যে পদ না পায়,
পাপী রাম চায় পাইতে সে পায়,
না দেখি উপায়, যদি অকৃপায়, না তারহে রসময়। ৩

—০—

১৩নং।

রাগিণী ললিত ঝিঝিট। তাল ঝাপতাল।
(বলে গেলিনে বলেরে ভাই) দাশরথী।
করি মিনতি যদুপতি! জোড় করি যুগল পাণি।
দিনেশ-সুত-দূত ভয়ে রক্ষ হে রথাঙ্গ পাণি। ১
আসিয়া এ কর্ম্ম-ভূমে ধর্ম্ম কর্ম্ম তেয়াগিয়া,
কর্ম্ম গুণে বদ্ধ হ'লাম তোমা ধনে না ভাবিয়া,
নিকট হ'ল, বিকট কাল, গ্রাসিবে এখনি। ২
হয়ে, পাপে রত, অবিরত, ক্রমে হ'লো কাল গত,
কুকাজে কাটি সতত, দিবস রজনী।
হরি মম পাপ হরি, দাওহে বিমল জ্ঞান।
নির্ম্মল করি হৃদয় তাহে হও অধিষ্ঠান,
যেন হরি বলে মুখে সুখে ত্যজি এ পরাণী। ৩
আমি শুনেছি হে বেদ পুরাণে, তাই আশা আছে পরাণে,
হরি তোমার নাম স্মরণে, পাতকী প্রাণি,
তরে হে অকাতরে সে সুতপ্ত তোয়া বৈতরণী,
তারিতে তারে, ত্ব'রিত হরি, দাও শ্রীচরণ তরণী।
রামের বাসনা সীমে সে অন্তিমে দেখি পা দুখানি। ৪

১৪নং।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

(মণি ঐ ভয় মম মানসে) দাশরথী।

এখন সদা চিতে চিন্তা করি, কভু স্মরিলাম না শ্রীহরি,
বল কিসে পাব ত্রাণ, ওহে ভগবান,
শমনে লইলে হরি। ১
আজন্ম অধর্ম্ম করেছি কেশব, অন্তর্যামী তুমি জানত সে সব,
জীবনান্তে যাহে ভুঞ্জিব রৌরব, তার দাসে তায় হরি। ২
(ওহে) কর্ম্মক্ষেত্রে নাথ তুমিত আনিলে,
সাক্ষী রূপে সদা হৃদয়ে আছিলে,
কেন সাধু কাজে প্রবৃত্তি না দিলে,
দিলে আরো ষড় অরি,
তারি অনুগত হয়ে পাপ মন, কুকাজে কুপথে করা'ল ভ্রমণ,
রাম দোষি শেষে বিচার কেমন, তবু ক্ষম পদে ধরি। ৩

—o:::o—

১৫নং।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল একতালা।

(একি বিকার শঙ্করী) দাশরথী।

শমন পালায়, রে দূরে।
সদা ভাব্‌লে ভব ভয় হারি মুরহরে। ১
জঠর যাতনায় হয়ে জ্বালাতন,
ভেবে ছিলাম ভবে ভজিব সনাতন,
হলেম বিস্মরণ (দীননাথ আমি) তন্নাম উচ্চারণ,

মজিয়া মায়া ঘোরে । ২

ওহে সরশিজাসন, ত্রিতাপ নাশন,

শমন শাসন হারি,

মম তাপত্রয় হর (হরি হে) ওহে মুর হর,

স্মর হর হৃদি বিহারি ।

গত প্রায় হরি এপাপ জীবন, অন্তে যেন মিলে জাহ্নবী জীবন,

পাই বারানসী (দীননাথ অন্তে) পুণ্য বৃন্দাবন,

কিম্বা মথুরাপুরে । ৩

ওহে বট পত্র শায়ি, জীব-শিব ধ্যায়ী, শেষ-শিরাসন বিহারি,

মম কলূষ বিনাশ, (হরি হে কৃপায়) ওহে শ্রীনিবাস,

সৃজন পালন সংহারি ।

জীবনান্ত কাল জানিয়া সংপ্রতি,

চরণে পতিত চাও রাম প্রতি,

মূর্ত্তি যুগ যেন (হরি হে তব) অন্তে হয় স্মৃতি,

নিরখি আঁখি পুরে । ৪

১৬নং ।

রাগিণী ভয়রোঁ । তাল একতালা ।

(দিন গত কিন্তু নয় হে রাম) দাশরথী ।

পরিহরি পুণ্য পথ হরি আমার অপথে গতি সতত ।

আমি জন্মান্তর সুকৃত,—

কর্ম্ম ফলে দ্বিজ কুলে জন্ম লয়ে,

কর্ম্ম ক্রমে হই পতিত । ১

হায় কর্ম্ম ভূমি, এ ভারত ভূমি, বাসে বাসব বাঞ্ছিত,
যাতে থাকিতে নির্ব্বাণ, মূল তত্ত্বজ্ঞান,
আমি অজ্ঞান মোহিত। ২
ওহে দিননাথ মম দিন গত,
দিনমণি-সুত-দূত-ভয়ে ভীত,—
চিত তবু তব পদে এ পতিত,
নহিল কভু পতিত।
তোমার চরণ স্মরণ বিরত, নিরত পাপে নিয়ত,
রামের ভবে গতি বিধি, হর হর নিধি,
ভানুজ ভীতি অচ্যুত। ৩

১৭নং।

রাগিণী গৌরী বা পূরবী। তাল একতালা।
(শঙ্কর উরে কে বিহরে) কমলাকান্ত।
দেহি মে চরণ, দয়া করি হরি অন্তিমে।
গত নিশি দিন, পাপে হয়ে লীন,
করেছি হে হরি হৃদয় মলিন,
তাই তব নাম স্মরণ বিহীন,
দীন প্রতি বিধি বামে। ১
রাখ ভব ভয়ে হে পীতবাস, ধরি পায় হেরি শমন ত্রাস,
শরণ মাগিছে চরণে দাস,
তার রাম দ্বিজাধমে। ২

১৮নং।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঢিমাতেতালা।

(দেখিলাম যত নারী বসে নীরে) মধুকান।

সংপ্রতি এ দীনের প্রতি হরি।

চাও হে চরণে ধরি, দোষ হেতু রোষ পরিহরি। ১

অন্ত না পায় যোগীগণে, হে অনন্ত তব গুণে,

তার হে ত্বরা স্বগুণে, এ পামর নির্গুণে, গিরিধারি। ২

হর নিধি হর বিধি যেপদ ধেয়ায়,

যে পদ আসে বনবাসে যোগী ঋষি ধায়,

সে পদ পাইতে সাধ মনে, চন্দ্র যেমন চায় বামনে,

দুরাশা পূরে কেমনে, তব কৃপা বিনে বংশীধারি। ৩

গঙ্গা যে পতিত পাবনী জন্মে তব পায়,

পতিত তারণে তবে পিতৃ গুণ পায়,

নাম ধর পতিত পাবন, এ পতিতে কর পাবন,

দিয়ে রামে যুগল চরণ, নিলাম শরণ চরণে মুরারি। ৪

—০—

১৯নং।

রাগিণী দেওগিরি। তাল ঢিমে তেতালা।

(আহুত এসেছি মোরা রবাহুত কও কারে) মধুকান।

হে গোবিন্দ পদার বিন্দ অন্তিমে দিও এ দীনে।

তুমি গতি হীনের গতি, নিস্তার এই গতিহীনে। ১

মজিয়ে সংসার কারায়, মুগ্ধ হ'লাম পুত্র দারায়,

না ভাবি ভবেশ তোমায়, কি গতি হবে সে দিনে। ২

দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু ভবসিন্ধু কিসে তরি,
নাহি মে সাধন বল, বিনা বল চরণ-তরী,
পতিতে তারত সদাই, অজামিল জগাই মাধাই,
তরিল পাতকী দু ভাই, তরিবে সবাই তব গুণে। ৩
আজন্ম অধর্ম্মাচারে রত এ পাপি একান্ত,
বিরত সতত সুধু স্মরিতে তোমায় শ্রীকান্ত।
রামের হ'ল দিনান্ত, নিকটে এল কৃতান্ত,
ত্রাণ করো কমলাকান্ত, অদান্তেঅভয় দানে। ৪

২০নং।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল একতালা।

(আমার যে কেশব) মধুকান।

চরণে ধরি, তার দীনে মুরারি।
তুমি নাতারিলে ভবে, বল কিসে তবে তরি। ১
যে পদে সোনা তরণী, বিনে ঐ চরণ তরণী,
তরি কিসে বৈতরণী, অকুল হেরে ভেবে মরি। ২
পাপ ভারে অবসন্ন ধরারে হেরি,
অবতীর্ণ পূর্ণ রূপে ব্রজে শ্রীহরি।
নাশি কেশী কংসাসুরে, হরিলে বসুধা-ভারে,
হরি পাপ এ পামরে, তার তনু পাপে ভারি। ৩
গোপালগণে বৃন্দাবনে, বিষ জল পানে,
মরিলে, বাঁচাইলে প্রাণে, চাই তাদের পানে,

বিষয় বিষ পানে মরি,
বাঁচাও রামে বংশিধারী,
দুর্ম্মতি রাখাল তোমারি, ডাকে যে শমনে ডরি। ৪

—০—

২১নং।

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

(আয় রে গোপাল আয় কোলে) মধুকাণ।

করুণা করি দীনে, তার হে হরি দুর্দ্দিনে।
আমি মন্দ মতি রতি মতি নাই চরণে,
কর গতি দয়া দানে। ১
পাপে তনু-তরী ভারি ভব জীবনে,
অবশ্য ডুবিবে ভয়ে ভাবি জীবনে,
হে ভব কাণ্ডারি তার, পদ-তরী দানে,
ভব রঙ্গ সাঙ্গ দিনে। ২
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র অন্ত পায় না পুরাণে
পুরাণ পুরুষ তব তত্ত্ব কে জানে,
বাসনা রসনা রামের জীবনান্ত দিনে,
কৃষ্ণ বলে ত্যজে প্রাণে। ৩

—০—

২২নং।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

এ দীনে করুণা করি, তার হে হরি দয়াময়।
না ঘুচিল প্াপমতি সংপ্রতি শমনে যে লয়॥ ১

প্রবল ইন্দ্রিয়-গ্রাম, অপথে লয় অবিরাম,
স্মরিতে তোমার নাম, কভু না হয় মনে উদয় ॥ ২
পূর্ব্ব-কৃত-কর্ম্ম-ফলে, জনমি মানব কুলে,
রহিলাম তোমায় ভুলে, বিফলে হারালেম সময়।
ক'র্ত্তে তব উপাসনা, আসিয়ে কুচিন্তা নানা,
মনো মাঝে দেয় হানা, একি বিড়ম্বনা হায়! ৩
কিসে তরিব ত্রিভঙ্গ, না করিলাম সাধু সঙ্গ,
না শুনি তব প্রসঙ্গ, তবু পাপাঙ্গ গতি চায়।
হর মম পাপ মতি, তব পদে দেহ মতি,
তবেত রাম দুর্ম্মতি, চরমে মুকতি পায়। ৪

—০—

২৩নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ। তাল ঢিমা তেতালা।
(রাজ নন্দিনী পড়িল ধরায় ওমা তোরা
ধর আয় ধর আয়) মধুকান;

ওই এল আসন্ন সময়, গতি দাও আমায় দয়াময়।
বিত্ত, পুত্র, জায়ার মায়ায় ভুলে না ভাবিলাম তোমায়। ১
দহে কলুষ কৃশানু, ত্রিতাপে তাপিত তনু,
কৃপা করে বাঁচাও কানু, ভানু-সুত-ভয়ে আমায়। ২
কঠোর জঠর বাসে পেয়ে যাতনা,
ভেবেছিলাম ভবে হরি করিব সাধনা,
কুক্ষণে পড়ে ভূতলে, সে সব কথা গেলাম ভুলে,
মজিলাম মোহের ছলে, মুগ্ধ হয়ে তব মায়ায়। ৩

দাসে দিলে না সুমতি হে জগৎ পতি,
তাই এ পতিত-চিত ধায় পাপ প্রতি,
হৃদয়ে করে বসতি, তুমিত দিলে দুর্ম্মতি,
তাইতে রামের এ দুর্গতি, অন্তে গতি পায় যেন পায়। ৪

—০—

২৪নং।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।
(ধর্ম্ম অবতার রাখিলা কি ধর্ম্ম তার, গুরু মারা
বিদ্যা হে তোমার) মধুকাণ।

বৃথা এ সংসার, সুধুই সংসার,
সার কেবল সেই সারাৎ সার। ১
দারা পুত্র বিত্ত অসার, তায়তো হবে না সুসার,
সার ভ্রমে সেবিলাম অসার,
যে সৃজিল বিশ্ব সংসার,
ভুলে র'লাম সেই সারাৎসার,
না চিনিলাম কি সার অসার। ২
শৈশবে শিক্ষার তরে শিক্ষক তাড়না; (হরি)
যৌবনে জীবিকা হেতু বিবিধ লাঞ্ছনা, (হরি)
পূরে না ধন-আশা তৃষায়, রজ্জুবদ্ধ যেন নাসায়,
শকট বাহী বলিবর্দ্দ প্রায়, খাটিতেছি তনু ক্ষীণে,
শান্তি হীন প্রতিক্ষণে, কভুত দেখিনে সুখ সার। ৩
রিপু-বশে মন আমার, ধায় যে কুপথে, (হরি)
সে অপথ পরিহরি, যায় না সুপথে, (হরি)

মদ মত্ত মন করী, জ্ঞানাঙ্কুশ নাই কি করি,
তারে বাধ্য কেমনে করি,
দীনবন্ধু দীন দয়াময়, চরণে মতি দাও আমায়,
অন্তে রামে করিতে নিস্তার। ৪

—০—

২৫নং।

রাগিণী পরজ বাহার। তাল ঢিমাতেতালা।
(গঙ্গাতে কি পায়) মধুকান।

আমার হবে কি উপায়। (হায়) সে অসময়, হে রসময়,
তুমি না তারিলে দীন, নাহি ত্রাণ পায়। ১
কামাদি রিপু অধীন, পাপে রত অনু দিন;
ভজন সাধন হীন, না ভাবি তোমায়। ২
শৈশবে শিশুর সঙ্গে খেলা প্রসঙ্গে,
যৌবন হইল গত, কুরস রঙ্গে, (এ এ)
এই চরমে পরম পদ, ভুলিয়া ভাবি সম্পদ.
না ভাবি ভাবী বিপদ, হরি পদ হায়। ৩
পতিত পাবন নাম ধরেছ পতিত উদ্ধারী,
তার এ পতিত জনে হে গিরিধারি,
সাধনে সাধকগণে, তরে যে সে নিজ গুণে,
তার এ পাপী নিগুণে, স্বগুণে কৃপায়। ৪
অসার সংসার করেছি সার ওহে সারাৎসার,
না বুঝে সার ভ্রমে অসার ভেবেছি হে সার,

হরি একবার করি দয়া, হর হে সংসার মায়া,
অন্তে দিয়া পদ ছায়া, রামে রেখো পায়। ৫

—০—

২৬নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক আছে) মধুকান।

হায় কি করিলাম ভবে আসি, ভোগি পাপ রাশী।
গুরু দত্ত পরমার্থ ত্যজে অর্থ ভাল বাসি। ১
ব্যর্থ আত্ম-সুখ-আশে, এ জীবন কাটি প্রবাসে,
এখন চিন্ত শ্রীনিবাসে, ত্বরা হয়ে তীর্থবাসী। ২
অধর্ম্ম আচরি কত অর্জ্জন-আশে অসার ধন,
অন্তর নির্ম্মল বিনা হয় না হরির চরণ সাধন,
তাই বলি বিষয়-বাসনা, ত্যজে তাঁর উপাসনা,
কররে মন রসনা, যদি হও মুক্তি-প্রয়াসী। ৩
হে কৃষ্ণ করুণা করি ক্ষমা কর এ কিঙ্করে,
যবে জীবনান্ত হবে, সঁপোনা শমন করে,
বেদ-পুরাণে করি শ্রবণ, তুমিত পতিত-পাবন,
রাম পতিতে কর তারণ, জঠরে যেন না আসি। ৪

—০—

২৭নং।

বাউলের সুর।

(এই কি সে আর্য্য স্থান আর্য্য সন্তান) কাঃ ফঃ

(আমার) এবার এ মানব জনম বৃথা যায়।

আমি কি করিতে কি করিলাম,
(মোহে মজে) (হরি) না মজিলাম তব পায়। ১
যখন জঠরে ছিলাম, কষ্টে কত কাঁদিলাম,
ভবে এসে ভজিব্ বলে প্রতিজ্ঞা করিলাম,
পড়ে ভূমি-তলে, গেলাম ভুলে
(পূর্ব্ব) কর্ম্মফলে হায়রে হায়। ২
বাল্য বিগত খেলায়, বিলাসে যৌবন যায়,
জরায় গ্রাসিল তনু এ বৃদ্ধ দশায়।
এই চরমে পরমপদ হায় রে হারালেম হেলায়। ৩
আমার না দেখি উদ্ধার ওহে ভব কর্ণধার,
দুস্তর ভব-সাগরে, নিস্তার এইবার।
হরি কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু, অন্তে রামে রেখো পায়। ৪

২৮সং।

বাউলের সুর।

(মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা) কাঃ ফঃ

ভবে আসা যাওয়া হল এক সমান।
আমি যাঁর উদ্দেশে ভবে এলাম,
(হায়রে) কল্লেম না তাঁর সন্ধান। ১
কত কীট পতঙ্গ পশু পাখী
হয়ে এলাম গেলাম কব বা কি, (ভাব্না)
শেষে মানুষ বেশে, ভবে এসে,

আমার ঘুচিল না পশুর জ্ঞান। ২
পশু আহারে বিহারে মত্ত, তারা না বুঝে পরম তত্ত্ব,
(হায়রে) আমার পশুর সনে প্রভেদ নাইতো,
(তবু) করি মানুষ ব'লে অভিমান। ৩
হায় কি করিলাম ব'লে,
অতি কাতরে রাম কেঁদে বলে, (হায়রে)
ওহে দীনবন্ধু এ দীন ম'লে,
(শেষের সেই) ক'রো দুর্দ্দিনে দীনে ত্রাণ। ৪

২৯নং।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়খেমটা।
(যেওনা প্রেয়সী ত্যজিয়ে আমায়) জুড়ী।

দেও আমায়, পদাশ্রয়, ওহে শ্যাম বরণ।
আজি ভবলীলা আমার হ'ল সম্বরণ। ১
এ ভব কান্তারে, (সুধু) ভেবেছি কান্তারে,
হেম কান্ত তারে, করি বিতরণ। ২
কিন্তু কর্ম্ম ক্রমে, জড় কর্ণ ভ্রমে
হরি তব নামে, দেইনি কখন। ৩
হে অখিল পতি, রাম খল প্রতি,
চেয়ে ভবে গতি, কর নিবারণ। ৪

৩০নং।

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল একতালা।

(মা সুর ধূনী জগত জননী শঙ্কর মৌলিনী
বানিসী সঙ্গে) নীলকণ্ঠ।

সুধাংশু বদনী, সরোজ নয়নী,
কমল বাসিনি, ধন দায়িনি।
এ ভব মাঝারে, দীন কি রাজারে,
তুমি হের যারে, সেই হয় মানী। ১
হে চঞ্চলা যারে না করি ছলনা,
কর দয়া দৃষ্টি, শ্রীহরি ললনা,
কি অভাব তার, এ বিশ্বে বলনা,
(সে) অসাধ্য সাধনা, করে জননি। ২
তব দৃষ্টি যায় সে হয় দৃষ্টি হীন,
হেরেনারে দ্বারে দাঁড়াইলে দীন,
অর্থি-আর্ত্তনাদে রয় উদাসীন,
শ্রুতিমূলে লীন, হয় সে ধ্বনি। ৩
তব কৃপাহীনে কেহ না সুধায়,
বৃথা জন্ম তার এই বসুধায়,
উদরান্ন-আশে ধনি-পাশে ধায়,
(ওসে) ক্ষুধানলে জ্বলে, দিন যামিনী! ৪
দিন খাটি খাই, পালি পরিজন,
নশ্বর ঐশ্বর্য্যে নাহি প্রয়োজন,

চায় মা চরমে রাম অভাজন,
যেন হয় স্মরণ, চরণ দুখানি। ৫

—০—

৩১নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাষ। তাল তেওট।
(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকান।

তার গো গঙ্গে সুরধুনি।
কলুষ নাশিনী শম্ভু-শির বাসিনি। ১
সুর শৈবলিনি, শিব সিমন্তিনি,
গতি প্রদায়িনি, কাল বারিণি। ২
জীবে উদ্ধারিতে এলে ধরণী, এ পতিত জীবে হর ঘরণি,
তার দয়া করে, শমন কিঙ্করে,
ছোয়না যেন করে, পাপ পরাণী। ৩
তব তীরে বাস তব নীরে স্নান,
করি যেন গঙ্গে, তব জল পান,
অন্তে তব জলে, পাপ দেহ গলে,
ওপদ কমলে, সাধ জননি। ৪
রিপু-বশে কত করেছি মা পাপ,
কৃপা করি নাশ তনয়ের তাপ,
পুণ্যবান তরে, নিজ ভাগ্য জোরে,
পতিত রামেরে, তার তারিনি! ৫

—০—

৩২নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস। তাল তেওট।

(৩১ গানের সুরে)

মা সুর নাদ ! যা হয় বিধি।

করমা করুণা করি, চরণে সাধি। ১

পাপী আমি বটে, আসি তব তটে,

নামে কলঙ্ক যে ঘটে, না তার যদি। ২

ধুই পাপ ধূলি, তুলি লও কোলে,

ক্ষমা করি সুতে এ অন্ত কালে,

খেলা দেখিবারে, পাঠা'ওনা ফিরে,

পার করি আমারে, ভব জলধি। ৩

এলাম তব তীরে, পুরাণে শুনি,

তার পতিতেরে, পতিত পাবনি,

রামত পতিত, পাপী বাক্যাতীত,

হ'লেম চরণে পতিত, আজ অবধি। ৪

—০:০—

৩৩নং।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল একতালা।

(কাজ হারালেম কালের বসে) রামপ্রসাদ।

আমায় নিতে নারিবে শমন।

আমি যুগল রূপে সঁপেছি মন। ১

তরিল সে অজামিল, জগাই মাধাই পাপী দু্র্জন।

তাঁর নাম স্মরণে, আমি কেনে, তরিব না হ'য়ে অভাজন। ২

পতিত পদে পতিত বলে ত্রাণ করিবেন পতিত পাবন।
জলে, অনলে, ভূধরে, বিষে করি-করে,
রক্ষা করে তাঁর নিলে শরণ। ৩
রায়ের ঘরে বিরাজ করেন, সহ রাধা রাধারমণ।
তাঁর চরণ অমৃত পানে হয়েছে কলুষ মোচন। ৪

৩৪নং।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

(ঘন ঘন ঘটাচ্ছটা স্থির দামিনী কামিনী
কামান্ত উরে) রাজা রামকৃষ্ণ।

হেররে মানস মোর বারিদ্ বরণে, বিহরে কদম্ব মূলে।
বামে বৃকভানু বালা যেন রে বিজলী খেলে। ১
মুনি-জন-মনো-হরণ, যিনি রক্তাম্বুজ চরণ,
নখরে শশাঙ্ক কিরণ, (হেরি) চকোরে ভ্রমরে ভোলে। ২
শিরে শোভে শিখি-পাখা, ললাটে তিলক রেখা,
মুখ পূর্ণচন্দ্র লেখা, শোভে অলকায়,
অধরে অরুণ ভাতি, কুন্দ যিনি দন্ত পাঁতি,
চিকুর পয়োদ কাঁতি পৃষ্ঠোপরে চারু দোলে। ৩
বন-মালা দোলে গলে, পদাঙ্ক হৃদি কমলে,
পীতধড়া কটিমূলে, তড়িত প্রভায়।
শ্রীবৎস শোভিত তনু, কমল করে বিনোদ বেণু,
কুণ্ডল দ্যুতি কৃশানু, দোলে শ্রুতি যুগ মূলে। ৪

পঙ্কজ দল নয়ন, শোভে বঙ্কিম বয়ান,
সতত করে ধেয়ান যোগী সকলে।
রামের বাসনা মনে, যবে লইবে শমনে,
যেন হৃদি পদ্মাসনে, হেরি মুরতি যুগলে। ৫

৩৫নং।
রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।
(নীল বরণী, নবীনা রমণী, নাগিনী জড়িত
জটা বিভূষণী) রাজা শিবচন্দ্র।

রূপ মনোহর, যিনি শশধর, বদন সুন্দর আঁখি ইন্দীবর,
নব জলধর, শ্যাম কলেবর, অধরে মোহন মুরলী বাজে।
লোহিত চরণ স্থলপদ্মবলি,
মধু-আশে আসি পড়ে তায় অলি,
হেররে মানস হয়ে কুতূহলী,
যোগি-হৃদে যাহা সদা বিরাজে। ১
কটিতটে শোভে পীত বসন,
নীরদে বিজলী যেন দরশন,
শোভে সুবদনে বিশদ দশন,
শিখি-পাখা-চূড়া শীর্ষে সাজে। ২
গোলোক বাসিনী নারি-শিরোমণি,
নীলাম্বরী বিজলী বরণী, ব্রজে বৃকভানু নন্দিনী
জগত বন্দিনী বামে বিরাজে। ৩

জিনি শত দল, শ্রবণে কুণ্ডল,
অতি নিরমল, করে ঝলমল,
ভাব রাম হরি মনোমল,
ওরূপ যুগল হৃদয় মাঝে। ৪

—০)ঃঃ(০—

৩৬নং।

রাগিণী হাম্বির। তাল কাওয়ালী।
(দেখা দাও হে শ্রীহরি)

কিবা অপরূপ হেরি, ত্রিপুরারি-বংশি-ধারী,
রাজে এক দেহ ধরি। ১

আধ রজত আভা, আধ পয়োদ-বিভা,
মরি মরি কিবা শোভা, যোগি-জন-মনোহারী। ২

এক পদ ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশে অঙ্কিত,
অন্য পদ রক্ত-কোকনদ-'বলাঞ্ছিত,
আধ বাঘাম্বর সাজে, আধে পীতধড়া রাজে,
হাড় মালা পুষ্পস্রজে, উরসে শোভিছে মরি। ৩

ডমরু দক্ষিণ করে সবো শোভে বাঁশী,
ঢুলু ঢুলু এক আঁখি, আন অক্ষে হাসি,
আধ কণ্ঠে বিষ জ্বলে, আধে মণি উজলে,
আধ ইন্দু শোভে ভালে, আধ মলয়জধারী। ৪

দক্ষিণ শ্রবণে শোভে, ধুতুরার ফুল,
স্বর্ণ কুণ্ডলে শোভে বাম শ্রুতিমূল,

আধ শিখি-পুচ্ছ-ছটায়, আধ শির শোভিত জটায়,
সুরধুনি-ধ্বনি আধায়, আধ বক্র কেশ ধারী। ৫
শ্যাম-হরে হেরে ডরে, অন্তরে শমন,
স্মর, স্মর-হর হর-কালীয়-দমন,
ছোবে না যম কিঙ্করে, একান্তে শ্যাম শঙ্করে,
ভাব রাম যুক্ত করে, দোঁহে দিবা বিভাবরী।

-০%০—

৩৭নং।

আগমনী।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস। তাল তেওট।
(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকান।
উঠ গিরিরাজ, নিশি পোহায়।
মিনতি করি শঙ্করী আনগে ত্বরায়। ১
সদা হেরি তারে, এ সাধ অন্তরে,
তবু বৎসর অন্তরে, আননা উমায়। ২
একি পুত্র মম নিমগ্ন জলে, তার শোকে সদা এতনু জ্বলে,
না হেরে কুমারী, মনো দুখে মরি,
আনিয়া কুমারী, বাঁচাও আমায়। ৩
মা, নয় নন্দিনী, জগত বন্দিনী, কহে ঋষি মুনি, পুরাণে শুনি,
হইয়ে পাষাণ, রাম তারে না জান,
মন্মন্দিরে আন, সে কাল-জায়ায়। ৪

—০)ঃঃ(০—

৩৮নং।

আগমনী।

রাগিণী পরজ বাহার। তাল ঠেকা।

(কে আলি আমার রতন মণি) মধুকান।

এলি কি আমার প্রাণের উমা, কই তোমা॥
যে তুখে মোর দিন গত মা,
দেখ্‌তে বয়ান, কাঁদ্‌ত নয়ন, সদা দিবস ত্রিযামা। ১
বাসনা করে অন্তরে, সদা হৃদে রাখি তোরে,
এলি তাই বৎসরান্তরে, মনে কি ছিল ব'লে মা। ২
একি বেশ হেরি মোহাবেশ হরে সবাকার,
প্রাণ পায় পূজিতে পদ সবে শবাকার,
দক্ষে সিদ্ধিদ গণেশ, বামে সেনানী সুরেশ,
বিষ্ণু-শক্তি উভদেশ, মাঝে হরমনোরমা। ৩
দশ করে কেন মা তোর, হেরি প্রহরণ,
দিতি-সুত-সেনা-সনে আর কি হবে রণ,
কত দৈত্য ধরা মাঝে, লাঞ্ছে, নরেন্দ্র সমাজে,
রামে বাম তুমি মা যে, তার পানে আর কেবা চায় মা। ৪

—০—

৩৯নং।

অবস্থিতি।

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঢিমাতেতালা।

(শুন গো মা দেখ মা এই বিপদে) মধুকান।

থাক গো মা, প্রাণ উমা, মোর আবাসে।
(তুমি) লও মা পূজা, দশ-ভুজা, মম মানস-বাসে। ১
বৎসরান্তে আসি মাত্র থাক তিন দিবসে,
(আমার) পূরেনা আশ, ক'রে নিরাশ, লয়ে যায় কৃত্তিবাসে।২
পূজে তোমা, হররমা, বধে রাম লঙ্কেশে,
দেহ শক্তি, হর শক্তি, নাশিতে রিপু রসে,
নাই বিলম্ব জগদম্বা যাইতে যম-বাসে,
(মোরে) দয়া করি, হে শঙ্করি, নাশ শমন সন্ত্রাসে। ৩
(আমার) মনের বেদন, এই নিবেদন, জানাই তব সকাশে,
দেহ পদে মতি, ওমা সতি, কৃপা কণা প্রকাশে,
সতত অসাধু সঙ্গে ভ্রমিলাম মায়া বশে,
তাই তব নাম, লইতে রাম, ক্ষান্ত নিশি-দিবসে। ৪

—০—

৪০নং।

রাগিণী আলাইয়া। তাল আড়া।

(মৃগ-পতি-পরে শোভে পশুপতি-দারা) কমলাকান্ত।
দীনাবাসে দয়াবশে যদি এলে দীন তারিণি।
পাপাধারে, মূলাধারে, জাগ কুল-কুণ্ডলিনি। ১
গুহ গণেশ ভারতী, কমলা তব মুরতি,
পরিহরি দেখাও সতি, রূপ ব্রহ্ম সনাতনী। ২
তুমি আছ সহস্রারে, দেখিনা মা মায়া-ঘোরে,
কুণ্ডলিনী মূলাধারে, ঘুমায়ে আছে জননি।

আজ্ঞাচক্রে গুরু স্থান, গুরু নহে কৃপাবান,
কেমনে পাইব ত্রাণ, ওমা ত্রিলোক ত্রাণ কারিনি । ৩
অনাহত কণ্ঠ মূলে, বিশুদ্ধ হৃদি-কমলে,
স্বাধিষ্ঠান নাভি স্থলে, অধো মণিপুর শুনি,
কুণ্ডলিনী যেন জাগে, বজ্রাখ্যা নাড়ীর যোগে,
স্বরূপ দেখিতে মাগে, রামের পিপাসু প্রাণী । ৪

—০—

বিজয়া ।

পয়ার ।

(ললিতে গীত)

কুক্ষণে নবমী-নিশি প্রভাতা হইল ।
গিরি-রাণী কেঁদে বাণী বলিতে লাগিল ॥ ১
কেমনে মা উমা বিনে রহিব এ পুরে ।
তিন দিন থাকে উমা বাসনা না পূরে ॥ ২
অন্ধকার হেরি গিরি উমা না হেরিয়া ।
ফাটে বুক মনো-দুখ নিবারি কি দিয়া ॥ ৩
এক মাত্র পুত্র মম ডুবে সিন্ধু-জলে ।
তার শোকানলে সদা পাপ তনু জ্বলে ॥ ৪
পাশরি পুত্রের শোক উমারে নেহারি ।
বাম হ'য়ে বাদ তাহে সাধে ত্রিপুরারি ॥ ৫
কে আর প্রভাতে উঠে ধরিয়া অঞ্চলে ।
বেড়াইবে সাথে সাথে খেতে দে মা বলে ॥ ৬

ধরণী পতিতা হ'য়ে গিরি রাজ রাণী।
কহে কেঁদে গিরি প্রতি শিরে কর হানি ॥
রাণী বলে হিমালয়ে,
উমা যায় প্রাণ লয়ে। ৮

৪১নং।

বিজয়া।

রাগিণী বিভাষ। তাল ঢিমা তেতালা।
(শুন মা জনম কথা) মধুকাণ।

কয় কেঁদে গিরি মহিষী, যায় উমা শশী।
পোহালে নিশি। (ই ই ই ই) ১
সপ্তমী অষ্টমী ছিল, সুখে দু দিন গত হ'ল।
নবমী-নিশি পোহা'ল, দুঃখে যে ভাসি। ২
কেমনে রহিব ঘরে উমা বিহনে,
গিরিপুর হবে শ্মশান পুর মরিব দহনে।
তো বিনে রব কি করি, হাতে ধরি বিনয় করি,
যাস্‌নে ওমা শঙ্করি, মায়ে বিনাশি। ৩
যাবে যদি মায়ে বধি কও অকপটে,
সদা দেখা দিবি মা মোর মানস-পটে,
ঘুচাতে মায়ের বেদন, আসিবি করিলে বোধন,
রাম যবে হবে নিধন, হেরো তায় আসি। ৪

—•—

৪২নং।

বিজয়া।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

(এই যে ছিল কোথা গেল কমল দলবাসিনী)

উমা বিনে এ ভুবনে রবহে গিরি কেমনে।
সদা প্রাণ কাঁদে মম, গিরিজারে প'ড়ে মনে। ১
সবে মাত্র এক কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
জ্বলে প্রাণ গৌরি জন্যে, বাঁচি নইলে শমনে। ২
নিশি শেষে দেখি স্বপন, শঙ্কর করেছে পণ,
লয়ে যাবে উমা ধন, প্রাতে কৈলাশ ভুবনে।
বল্লেম সখা বারে বারে, উমারে না যাইবারে,
উমা আমারে নিবারে, বলিবারে ত্রিলোচনে। ৩
চলিল যদি শঙ্করী, বল গিরি আর কি করি,
দেহ চিতা সজ্জা করি, প্রবেশি মরি দহনে।
শোক হেরে মেনকার, পুরীময় হাহাকার,
রাম বলে কেবা কার, সুতা মাতা ভাব মনে। ৪

—০—

৪৩নং।

জয় বিজয়োক্তি।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

(সখি শ্যাম না এলো)

তবে যাই শ্রীহরি।
ছিলাম হরিষে বৈকুণ্ঠ বাসে,

তোমার সকাশে, কিসে পরিহরি। ১
আমা দোহাঁ-দোষে রোষে ঋষিগণ,
লোহিত নয়নে নিকলে আগুন,
আজি তাহে দাহ হ'লাম হে নির্গুণ,
হ'য়ে তব পুর প্রিয়-প্রহরী। ২
বিরিঞ্চি বাসব অথবা সে ভব,
বাঞ্ছে তাঁরা তব, বৈকুণ্ঠ বিভব,
পুণ্যে সে বিভব, ভুঞ্জি হে মাধব,
হারালাম হেলায়ে মরি।
নরদেহ ধরে জ'ন্মে ধরাপরে,
হে অশিব-হারি, আসিব কি পরে,
নাশিবেত সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে,
ত্রিযুগে ত্রিজন্মে হইয়ে অরি। ৩
কহে রামজয়, হে জয় বিজয়,
ভব যায় সদা ভেবে মৃত্যুঞ্জয়,
তাঁর করে দোঁহে হয়ে পরাজয়,
হবে কিরে স্বরূপ তাঁরি।
আমিত তাঁহ'তে হইয়ে পতিত,
আশী লক্ষ যোনি ভ্র'মে হই পতিত,
পর ভাবি তাঁয় যুগ যুগাতীত,
হায় রে তবুত মুকতি না হেরি। ৪

৪৪নং।

বিষ্ণু উক্তি।

রাগিণী সুরট। তাল ঝাঁপতাল।

(মম মানস সদা ভজ) দাশরথী।

যারে তোরা ত্বরায় ধরায়, কি দুখ নৃরূপ ধরায় ধরায়,
ঋষি-বাক্য রক্ষা করায়, স্বরূপ পাবে পুনরায়।
এ তত্ত্ব না বলিও কায়, নাশিব দৈত্য রক্ষকায়,
দ্বাপরে গিয়ে দ্বারকায়, তারিব নাশি নর কায়। ১
তোমারে ভক্ত বাঞ্ছা ধন, মর্ত্তে যেতে মনে বেদন,
ভেবোনা করোনা রোদন, আমিও যাব ধরায়।
হরিব বসুধা-ভারে, বিনাশি পাপি-নিকরে,
কহে রাম যুক্ত করে, মুক্ত ক'রো মোরে কৃপায়। ২

---

৪৫ নং।

অক্রূরের প্রতি ব্রজ-গোপী।

রাগিণী বিভাস তাল একতালা।

(রে কোকিলে বসে তমালে) মধুকাণ।

হে মুনিবর, শ্যাম কলেবর,
লয়ে যাও যদি মথুরাপুরে।
তবে গোপী-কুল, হ'য়ে শোকাকুল,
ত্যজিব জীবন তব গোচরে। ১
মোদের অন্য কাজ নাই, যে হ'তে কানাই,

(মুনি হে কৃষ্ণে না হেরিলে মরি প্রাণে)
গেলে গোচরণে, গহন বিপীনে,
কানু-সনে যেতাম বন-মাঝারে
অন্ধকার হইবে গোকুল, গোকুল-বাসী হবে আকুল,
তৃণাহার ত্যজিবে গোকুল, শুক-সারী কুল রবে কাতরে। ২
আর মা যশোদা, কেঁদে কেঁদে সদা,
বেড়াবে বিপীনে কৃষ্ণে না হেরে,
(যশোমতী ঘুমালে গোপালে স্বপনে হেরে)
হবে নিরানন্দ, নন্দ উপানন্দ,
নয়ন-আনন্দ, নন্দন তরে।
যেওনা বলে রমণী, গোপাল লইয়ে মণী,
রাম বলে গোকুল রমণি ! গোকুলের মণী,
আসিবে ফিরে। ৩

—o—

৪৬ নং।

উদ্ধবের প্রতি ব্রজ-গোপী উক্তি।

রাগিণী অহং। তাল একতালা।

(প্যারী কার তরে আর গাঁথ হার যতনে) দাশরথী।

কিবা আর, দেখিবার, এলে ছার, গোকুলে !
বিনা বাঁশরী ধারী,
মোরা হাহাকারে কাঁদি গোপী সকলে। ১
(দেখ) সবে নিরানন্দ, যশোমতি নন্দ,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ, কানাই ব'লে।

সে নীল রতন, বিনে অচেতন, গোপ গোপিনী দলে।
ত্যজে তৃণ বারি, নেত্র-বারি গোকুলে। ২
(আছে) সখেদে অসুখে, হের শারী শুকে,
দুখে রয় শিখি, শিখিনী কুলে। ৩
বিনা জলধর, ম্লান ধরাধর, লতা তরু সকলে।
কৃষ্ণে দিতে ব'লো কুল রাখে অকূলে। ৪

—•—

৪৭ নং।

ঊষা অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শনে।

রাগিণী অহং তাল রূপক।

(চিত্র লিখিলাম নয়ন কজ্জলে) গো অঃ।

কি রূপ হেরিলাম সখি স্বপনে,
হেন অপ রূপ নাই ত্রিভুবনে। ১
নব নিরদ কান্তি তনু, ভ্রুযুগ স্মর ধনু,
পীত-বাস শোভে সুতনু,
যেন তড়িত জড়িত নব-ঘনে। ২
(দোলে) বন-মালা গলে, শ্রবণে হেম কুণ্ডলে,
শোভে শির চারু কুন্তলে,
রত রমণে নিশীতে মম সনে। ৩

—০—

৪৮ নং।

অর্জ্জুনোক্তি।

রাগিণী কিভাস তাল ঝাপতাল।

(এমনী মন মোহন রূপেও হে মদনমোহন)
মরিরে মরি, দ্বারকা পুরি, পরিহরি হরি চলিল।
সুবিপুল, হরি-কুল, অকালে কাল নাশিল।
(ধরা অন্ধকার হইল) ১
আমি এ দুখ আর জানাব কায়, নিরখিতাম যে দ্বারকায়,
বিরাজিত জলদ কায়, সহ মহিষী মণ্ডল।
জিনি অলকা, হেন দ্বারকা, সিন্ধু-নীরে ডুবিল। ২ ঐ
ধিক ধনঞ্জয় জীবনে, দাহিল খাণ্ডব বনে,
যে গাণ্ডিব সরাসনে, ভীষ্ম দ্রোণে দমিল।
আজ্ রাখ্‌তে নারি, হরি-নারী, দস্যু দলে হরিল।
(আমি ধনু ধরিতে না পারিলাম: কৃষ্ণ-নারী হারাইলাম) ৩
পত্ত, রঘুপতি, যদুপতি, চারুপূরী দ্বারাবতী,
তবু রাম ভ্রান্তমতি, মায়া মোহে মজিল।
তেঁই সে সার, ভ্রমে অসার, সংসারে মাতিল।
(এ জীবন বিফলে গেল) ৪

৪৯ নং।

ধর্ম্মরাজের প্রতি অর্জ্জুন।

(কবির সখী-সম্বাদের সুর)

তাল তেওট।

চিতান,— শ্রীকৃষ্ণের নারী সাথে, দস্যু হাতে, হ'য়ে পরাজয়,
হারায়ে নারিকুল, শোকে হ'য়ে আকুল,
হলেন হস্তিনায়, উদয়, ধনঞ্জয়।

পার্থ কেঁদে কহে কর-পুটে, ধর্ম্মরাজের সন্নিকটে,
আঁখি জলে ভেসে যায়।
বলে যাতনায়, বিদরিয়া যায় হৃদয়,
আমি গিয়ে দ্বারকাতে, হেরিলাম সে যদুনাথে,
অবসন্ন বাণাঘাতে, ধরায় প'ড়ে জলদ কায়।
আমায় বলিলেন " সখে বড় অসময়।
যত যাদবে অকালে কাল নিল হরি "।
(মুখ)
দেখে হলাম আকুল, হত শ্রীহরি-কুল,
ধরাধামে ত্যজিলেন হরি।
(অন্তরা)
শূন্য হয়েছে দ্বারকা, বজ্র বাঁচে একা, কারু না পাই দেখা,
সিন্ধু-সলিলে ডুবিল দ্বারকা পুরী।
(খাদ অন্তরা)
ষোড়শ সহস্র সঙ্গে নারী।
আমি আরোহিয়া দিব্য রথে, গাণ্ডিব ধনু তূণ সাথে,
আসিতে পথে, ধরে দস্যুতে, করে হরি বনিতে,
হায় সে ধনু ধরিতে নারি, রণে অরি-সনে হারি,
কৃষ্ণ-নারি, রাখ্‌তে নারি, দস্যু দলে লয় হরি।
হেরে কাতর রোদন, ব্যাস তপোধন,
নিভায় দুখানল, প্রদান করি প্রবোধ বারি।
(ঝমুর)
আর কি আসে আবাসে রব হে পাণ্ডুপতি।

আমাদের পরম গতি, ছেড়ে গেছে যদুপতি,
চল হে চল সংপ্রতি, যথা শ্রীপতি।
(পর চিতান)

৫০ নং।

চৈতন্য দেবের গৃহত্যাগে শচির খেদোক্তি।
রাগিণী ললিত তাল একতালা।

(ওরে রজনী তুই আজ পোহালে এ প্রাণান্ত) দাশরথী
নিশি শেষে, রে আবাসে ছেড়ে গেছে শ্রীচৈতন্য।
পুত্র-জায়া, কাঞ্চন কায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া অচৈতন্য। ১
শোকানলে, তনু জ্বলে, বাঁচি মলে, অতি তূর্ণ।
আহা মরি, শূন্য হেরি, এই পুরী, গৌর ভিন্ন। ২
বিরূপ হা! বিশ্বরূপ, গত পুত্র বিশ্বরূপ,
হেরিয়া চৈতন্য রূপ, মায়ায় ছিলাম অচ্ছন্ন।
পতি সুখি, পুত্রে রাখি, মুদি আঁখি, হন উত্তীর্ণ।
অভাগিনী শচি বাঁচি, হ'তে আছি এ বিপন্ন। ৩
ভাসায়ে শোক-সাগরে, জায়া, জননী আগারে,
গেলে তুমি কোথাকারে, মায়া-পাশ করি ছিন্ন।
তার এই গতি, যার প্রতি, রমাপতি, সুপ্রসন্ন।
ত্যজে বাসে, পীতবাসে, ভাল বেসে, হ রাম ধন্য। ৪
প্রাকৃতিক।

—০—

৫১ নং।

প্রভাত বর্ণন।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ তাল তেতালা।

(পড়িয়ে অকূলে আকুল কুল যায়)

কি শোভা পূরব গগনে দেখা যায়।
নবোদিত অরুণে উষায়। ১
নিশা অন্তে কুমুদিনী, সরোবরে বিষাদিনী,
আছে বিকশিত হেরি ম্লান শশধর।
কমল আনন্দে ভাসে দেখি দিবাকর।
পুলকে হাসিল রবি, সলিলে লোহিত ছবি,
শশির রজতচ্ছটা সরসী নীরে, শোভা হেরে নয়ন জুড়ায়। ২
দেখে দেব দিনমণি, যত নিশাচর প্রাণী,
সার্দ্দুল কুরঙ্গ রঙ্গে পশিল আলয়।
চক্রবাক মিথুনের জুড়াল হৃদয়।
ত্যজি নীড় তরু-শাখে, বিহঙ্গম লাখে লাখে,
কুজনী উড়িল কেহ পড়িল ধরায়।
হংস কারণ্ডব জলে ধায়। ৩
এ হেন সময় বিভু, তোমার মহিমা কভু,
হেরিনা স্মরিণা মোরা মূঢ় এ ধরায়।
অনু দিন তনুক্ষীণ আয়ু হীন হায়,
না ভাবিয়া পরকাল, কুকাজে কাটাই কাল,
অদূরে দাড়ায়ে কাল, গ্রাসিতে আমায়।
ভ্রান্ত রায়ে অন্তে রেখো পায়। ৪

৫২ নং।

রাগিণী কানেড়া তাল কাওয়ালী।

(এত দিন পরে বুঝি দাসীরে) অজ্ঞাত।

কি দিয়ে গড়িল বিধি, কামিনী-কুচ যুগলে।

শরীর শিহরে হেরে, শীতল হৃদে লাগিলে। ১

শিশু দেখে সুধাধার, কামি কাম-উপচার,

চারু সৃষ্টি বিধাতার, হেরে প্রেমে যোগী গলে। ২

—০—

৫৩ নং।

(শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে) মধুকাণ।

রাগিণী বিভাস তাল তেতালা।

নারির মোহে, কেবা না মোহিত সুরাসুর নরে।

গিয়ে দক্ষালয়ে, সতী দেহ লয়ে,

সদানন্দ ভব ভ্রমণ করে। ১

সাগর মথিয়া, উঠিলে অমিয়া,

দেখে মত্ত চিত্ত দৈত্য অমরে,

মোহিনী হেরিয়া, জ্ঞান হারাইয়া,

সে সুধা না পিয়া, মরে অসুরে।

নয় রে মানব সুধু, দেবেন্দ্র বাসব বিধু, পিয়ে বিষ ভ্রমে মধু,

মরে উপসুন্দ, সুন্দ দ্বন্দ্ব ক'রে। ২

(দেখ) সংসার বিরত, সাধন নিরত,

যোগী ঋষি কত, গিরি কন্দরে।

ভুলে আত্ম হিত, হেরে বিমোহিত,

সুর-নারি রূপে, মজে সংসারে ।
ভেবনা আর সোনা শাড়ী ভ্রান্ত রাম কান্তা ছাড়ি,
হইয়ে কান্তার চারি,
চিন্ত চিন্তামণি, নিশি বাসরে । ৩

—০—

৫৪ নং ।

রাগিণী আলিয়া তাল আড়া ঠেকা ।
(কাল কালিয়া রূপ অনেকে ধরে)
শিখরে শাখা সম নারিকেল তরু স্থানে ।
কৃতজ্ঞতা কারে বলে বারেক হের নয়নে । ১
ইতিহাসে না জানে কে, দেখেছে ভবে অনেকে,
কত না উপকারিকে, কৃতঘ্ন বধেছে প্রাণে । ২
দেখ ঐ তরু উদরে, মরি কি আদরে ধরে,
আপন পালক তরে, সদা কৃতজ্ঞতা মনে ।
পাইয়ে পঙ্কিল জল, প্রদানে পয়ঃ সুনির্ম্মল.
পূরিয়া রাখে স্ব ফল, শিরে করে সযতনে । ৩
কৃতজ্ঞতা অলঙ্কার, পর, নর সবাকার,
স্মর কৃত উপকার, কখন ভুলোনা মনে ।
ভবে যিনি করেন প্রেরণ, ভুলোনা রাম তাঁহার চরণ,
সতত কররে স্মরণ, সে রাধা রাধারমণে । ৪

৫৫ নং।

রাজনৈতিক।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী প্রতি।

জুবিলী উপলক্ষে বোয়ালিয়ায় গীত।

(৫৪ নং গানের সুরে)

কর করুণা আর, হে বিশ্ব আধার,
ভারত ঈশ্বরী প্রতি ঈশ্বর এবার।
দাও দীর্ঘ আয়ু তাঁর, পূর বাসনা সবার,
ভারতের সুখ আর, হউক বিস্তার। ১

যাঁর সুশাসনে ভবে, আছি শান্তি সুখে ভবে,
রাম-রাজ্য স্মৃতি এবে, সদা জাগে সবাকার।
অর্দ্ধ শত বর্ষ গত, সুশাসন ফল যত,
গাইব কেমনে মাত, গত অজ্ঞান আঁধার। ২

জনম আর্য্যের কুলে, রাজ ভক্তি হৃদি মূলে,
পূজি রাজে ভক্তি ফুলে, এই চির আর্য্যাচার।
দেব ভাবে ভাবি রাজে, কথা মাত্র নহে, কাজে,
দেখ ভক্তি হৃদিমাঝে, উচ্ছাস এবার। ৩

নর নয় সুধু জলধি, দৌড়ে রত নিরবধি,
ধরণী বিদারি হৃদি, দেয় রত্ন উপহার।
নগেন্দ্র ভুধারী হ'য়ে, আছে স্থির দাঁড়াইয়ে,
তোমারি মহিমা গেয়ে, প্রেমে গলে হৃদি তার। ৪

৫৬ নং।

লর্ড রিপণ উপলক্ষে।

রিপণ-সঙ্গীত।

তাল লপেটা আড় খেমটা।

(কাঙ্গাল ফকিরচাঁদের ১ নং গানের সুরে)

হেন রাজ প্রতিনিধি, দিলে বিধি, ভারতের সুদিনের তরে।
এ পতিত দেশে আসি, রিপণ ঋষি,
তোষিলেন ভারতবাসিরে।
লিটনী নয় আইনে, নাশি প্রাণে,
বাঁচালে দেশি ভাষারে।
(হে দয়াময়) ১
হেরে এ পতিত জাতির, ঘোর দুর্গতি,
স্বায়ত্ব শাসন প্রচারে।
শিখাবে রাজ্য শাসন, করিলে মনন, তোমার পূত অন্তরে। ২
ইংরাজের বিচার ভার, দেশি সবার প্রতি দিতে মনন করে।
স্ব দেশির বাক্য-বাণে, কুসুম জ্ঞানে,
সহিলে সে তিরষ্কারে।
(হে সুধিবর) ৩
কৃষকের কষ্ট দেখে, দ্রবি দুখে, তারিতে তারে দুস্তারে।
করিলে কর-বিধি, গুণ নিধি, তাহে বাদী, জমিদারে।
(কৃষকের কপাল গুণে) ৪
প্রজারঞ্জন গুণে, দেশগণে, বাঁধা তোমার প্রেমের ডোরে
ঘুচাও সে অস্ত্র-বিধি, গুণনিধি, এ কুবিধি কিসের তরে।

(ওহে তোমার সময়) ৫
ঈশ্বরের সন্নিকটে, করপুটে, তোমার কুশল কামনা ক'রে।
রাম আজ হলো বিদায়, সঁপিয়ে পায়,
প্রাণের ভাই বঙ্গবাসিরে।
(কর ধর্ম্মে যা হয়) ৬

—০)ঃঃ(০—

৫৭ নং।

সামাজিক।

ভারত-ভূমি।

রাগিণী ললিত খাম্বাজ তাল আড়া।

(যার জন্যে জগত মান্যা ছিল এই বসুন্ধরা) মতি রায়।
যাঁর জন্যে, জগত মান্যা, ছিলে মা ভারত ভূমি।
সেই যোগি, ঋষি, জ্ঞানি, মুনি, কোথা রেখেছ মা তুমি। ১
যে আর্য্যের বীর্য্য-বলে, ছিলে পূজ্য ভূমণ্ডলে, (সে দিন)
স্বর্গ ত্যজি আখণ্ডলে, আসিত এই পূত ভূমি। ২
বীর ক্ষত্র নরবরে, অযুতে অদীনান্তরে,
দিয়ে প্রাণ তব তরে, হইত ত্রিদিব গামী।
ছিল বিধি সুপ্রসন্ন, ধরণিতে ছিলে ধন্য,
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, সুখ শান্তিময়ি তুমি। ৩
বিদেশী পরিব্রাজকে, প্রশংসিত শত মুখে,
অতুলনা তিন লোকে, ছিলে মা তখন তুমি।
আর সে সরস্বতী তীরে, সমুচ্চ গম্ভীর স্বরে,
বেদব্যাস না উচ্চারে, বেদের প্রণব-ধ্বনী। ৪

বীর ক্ষত্র-সুত গত, তুমি পর পদানত,
কেন হেন বাম মাতঃ, তোর প্রতি সে অন্তর্যামী।
নাই সে ধন ধান্য আর, অন্ন বিনা হাহাকার,
ঘেরেছে মা গা তোমার, গভীর আঁধার তমি। ৫
পরি অনেকতা হারে, অধীনতা অন্ধকারে,
ডুবাইল চিরতরে, তোর সুত যে স্বার্থ কামি।
তোর দুঃখ ঘুচাইবার, কি আছে মা শক্তি আমার।
ত্যজি মাত্র নেত্র আসার, কুলাঙ্গার রাম আমি। ৬

—০)ঃঃ(০—

৫৮ নং।

রাগিণী খাম্বাজ তাল একতালা।

(নব জলধর, রাম রঘুবর, বিরাজে অযোধ্যা মাঝে) মন্মোহন বসু।

আর কত দিন, জীবন বিহীন, রহিবে ভারতবাসি!
স্বর্ণ ভূমি ছিল ভারত জননী,
শোভিত হৃদয়ে রতনের খনি,
সে ভারত হায় আজ কাঙ্গালিনী, কাঁদিছে দিবস নিশি। ১
ধন-ধান্য-পূর্ণ ছিল যেই দেশ,
সে দেশের হায় হেন হীন বেশ
দুর্ভিক্ষ দহনে যাতনা অশেষ, ভুগিছে মানব রাশি। ২
তাঁতি, শঙ্খকার, কাঁসারী, কামার,
অন্ন বিনা সবে করে হাহাকার,
তাদের সামগ্রী না বিকায় আর, দেখে দুখ-নীরে ভাসি। ৩

তুমি যদি দেশী বস্ত্র না পরিবে,
কার তরে তাঁতি বসন বুনাইবে,
খাইলে (কে দেশী রন্ধন শিখিবে) বিদেশী ব্যঞ্জন বাসি। ৪
তামা কাঁসা যদি দেশে না বিকায়,
ভালবাস যদি চীনে পেয়ালায়,
কেন না কাঁসারী করিবে হায়, হায়, দীন তায় দিবা নিশী।
করে ধরি রাম কহে ভ্রাতাগণ,
এ দেশের দশা কর বিলোকন,
কিসে দেশে ধন হইবে রক্ষণ, ঘুচিবে দীনতা রাশি। ৬

—০ঃ০—

৫৯ নং।

রাগিণী ইমন কল্যান তাল কাওয়ালী।
(মরি হায় হায় শুনে হাসি পায়) দাশরথী।

হেরে হায় হায়, খেদে প্রাণ যায়,
কলির সকল দ্বিজাধম দ্বিজের দশায়। ১
আগে হায় প্রতিভায়, যাঁরা জগত মাতায়,
ন্যায় ষড় দরশন প্রসবিল যে মাথায়,
তন্ত্র, বেদান্ত, বেদ, বেদাঙ্গ সমুদায়,
পুরাণ, পঞ্চদশী, যোগ, নীতি, স্মৃতি চয়,
বিজ্ঞান, ব্যাভার, তত্ত্বজ্ঞান অতুল ধরায়। ২
প্রতিষ্ঠা, আচার, বিদ্যা, বিনয়, তীর্থ দর্শন,
নিষ্ঠা, শান্তি, তপো, দান, ছিল এ নব লক্ষণ,
এবে মসী-জীবি দাস-সম দ্বিজ সুত চয়,

এ পতনে হেরি প্রাণে মরিরে মর্ম্ম ব্যথায়,
দীনবন্ধু দ্বিজবন্ধু রামেরে তার কৃপায়। ৩

—০—

৬০ নং।

রাগিণী আলিয়া তাল একতালা।

(ধরাতে তায় ধরিছে ধন্যা) দাশরথী।

ধেনু ধন ত নহে সামান্য। ইদানী অনেকে অকৃত পুণ্য,
মনীষা শূন্য, জীব জঘন্য, মাতা সম ধনে করে না মান্য। ১
নাহি জানি কিবা করমের ফেরে,
ত্যজে সেবা গাভী সেবে সে কুকুরে,
বিশেষে গো জাতি বুঝেনা পামরে,
ধেনু-স্থিতি-হেতু-ধরণী ধন্য। ২
খায় তৃণ বারি চরে বনে বনে,
কিন্তু জীব যত আছে ত্রিভুবনে,
ধেনুই সবারে পালিছে জীবনে,
প্রদানি পিযূষ, গোধুম ধান্য। ৩
ক্ষত্র দ্বিজ হয় ধেনু তার মূল,
ধেনু লাগি ধ্বংশ হৈহয়ের কুল,
এক বিংশবার সমরে অতুল,
রাম করে ক্ষিতি ক্ষত্রিয় শূন্য। ৪
মল মূত্র যার হরে অকল্যাণ,
প্রতি লোমকূপে দেব অধিষ্ঠান,

হেন জীবে রাম হও ভক্তিমান,
বৈতরণী বারি হ'তে উত্তীর্ণ। ৫

—০—

৬১ নং।

রাগিণী যোগিয়া তাল রূপক।

(কুবুজা সুন্দরী, পরমাসুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

দিতে জলাশয়, তবু নাই আশয়,
জীব যে নাশ হয়, বিনা জীবন পানে।
আমোদ আশায়, অর্থ পিপাসায়,
মত্ত পাপাশয়, চয় [illegible] তাদের পানে। ১
নিশি দিন ঘরে যার রজত ঝঙ্কার,
তড়াগ খনিতে মতি [illegible] বল [illegible] কার,
নাহি আর গৃহে তার [illegible]
(সে) দিনে দেখে অন্ধকার, সাধু কাজে [illegible] দানে। ২
তৃপ্ততব পিতৃগণ যেমন জীবন দা[illegible]
বাঁচা'লে পিপাসাতুর জীবেরে জীবন দানে,
রয়েছে অক্ষয় খ্যাতি ভূ-জল, ওদন দানে।
ধন্য মা! রাণী ভবানি! ভারতে তোরে বাখানে। ৩

৬২ নং।

রাগিণী ললিত তাল একতালা।

(ত্বরায় ভগবান ধরায় ফেলি বাণ) দাশরথী

আজ, বিশ্ব অন্ধকার, ধ্বনি হাহাকার,

হেরি সবাকার, সজল নয়ন।
দয়ার সাগর, হে বিদ্যাসাগর,
অনন্ত শয়ানে, হ'লে অচেতন। ১
সুকৃতির ফলে, উপাধি বলিলে,
জানা যায় জগতে হেন কোন জন।
পর উপকারে, না নিরখি কারে,
রত দীনে দানে তোমার তুলন।
বেতাল পঁচিশ সীতা-বনবাস,
পাই বঙ্গভাষা পূরাইল আস,
রৈল পরিচয়, বর্ণ-পরিচয়,
বোধোদয় হে।
আর অনুবাদ কত কে করে গণণ। ২
তুলনা ভুলোকে, মিলে বা কোন্ লোকে
কলেজ স্কুল কীর্ত্তি নিকেতন,
বিশ্ব-ব্যাপী মান, সামান্য সম্মান,
বিরাজিত কেবা তোমার মতন।
বঙ্গভূমি তুমি রতন হারা'লে,
বঙ্গ-ভাষা তুমি অনাথা হইলে,
হ'লে পিতৃহীন, ছাত্র দল দীন,
কহিছে দীন,
কভু হবেনা বঙ্গের এ ক্ষতিপূরণ। ৩

৬৩ নং।

রাগিণী খাম্বাজ তাল ঠংরি।

(কত কাল পরে বল ভারত রে) সুরে।

" যত ভারত কামিনী আছে ঘরে।
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে,
কি হবে প্রসবে অযুতে অযুতে,
বল বীর্য্য-বিবর্জ্জিত-দাস-সুতে,
যদি নাহি হবে শূর সুত হ'য়ে,
সুধু গর্ভ ব্যথা কিবা কাজ স'য়ে। "

গাণের উত্তরে,—

এত ভারত নারীর নহে দোষ।
বিনা কারণে কেমনে তারে দোষো।
ভরিলে ভুবন সুসন্তান-যশে,
রত্নগর্ভা বলি সবে ঘোষে শেষে। ১
হেন পাপিনী জননী কেবা আছে,
শূর-সুত-আশে শুভ নাহি যাচে। ২
ভবে পুরুষ অধীন সর্ব্ব নারী,
কিসে দোষী তারা তা বুঝিতে নারি। ৩
বৃদ্ধ পতিসহ বালিকার কালে,
ধন-লোভী পিতা পরিণয় দিলে,
হেন মৃত-কাম্নি-স্বামি-সহবাসে,
কেন না মরিবে শিশু গর্ভবাসে। ৪

বিষাদে সখেদে দীন রাম ভাসে,
তায় হইল কাস্থুন সর্ব্বনেশে। ৫
শঙ্ক সিঁন্দুর আলতায়, কে আর পরিতে চায়,
কালে একি দেখি হায়, দুখে অঙ্গ জ্বলে।
হাতে চুর ষ্টকিং পায়, মুক্তকেশ পিরাণ গায়,
চল্লে পথে চেনা দায়, গৃহীর নারী ব'লে।

৬৪ নং।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল লপেটা আড়খেমটা।
(বক্ষের ধন মকরাক্ষ অমূল্য রতন) জুড়ির সুর।

এত দিনে পশার তোমার ঘুচিল সিঁদুর।
শঙ্খ ছাড়ি, বঙ্গ-নারী, পরে বেলোয়ারি চুর। ১
যত সব প্রেয়সীরে, পমেটমে দিচ্ছে শিরে,
আর ল্যাবেণ্ডারে,
টিপসী কাটা, খয়ের ফোটা, তোমারে দিয়াছে দূর।
কি বলিব সব বাবু লোকে,
যোগায় তা সদা পুলোকে.
নৈলে প্রলয় পলকে,
সেখানে সকলে, নত পদ-তলে,
বাহিরে বচনে শূর। ৩

৬৫ নং।

রাগিণী মূলতানী তাল আড়খেমটা।

(ভাল পূজেছিলে হর, পেলে যোগীবর) গোপাল উড়ে।

এবে ঘুচেগেছে জাঁক, আর তোরে বাঁক,

পরে নাকো পায়।

নারী পায়ে পরিত ব'লে উঠিতে কাঁন্দে নারীর কৃপায়। ১

পায় শোভা পেত নূপুরে, তায় সাধ নাই পূরে,

দেয় সবে পাতাবা পূরে, হাল পতিরে চটি যোগায়। ২

ভার হ'য়েছে মন রাখা, অঙ্গে উঠিল অঙ্গ-রাখা,

করে বলয় চন্দ্ররাকা, হেরে শাঁখা ছুটে পলায়। ৩

দিন কত কাল অবসরে, লজ্জা পেয়ে সে বেসরে,

নতে সাথে লয়ে সরে, তার পশারে তুলেছে শিকায়। ৪

ছিপ বাজুর হ'লো দিনান্ত, বিরাজে তথা অনন্ত,

কার্ কবে বা হয় কালান্ত, তার অনন্ত অন্ত না পায়। ৫

আজ বাদে কাল যমের বাড়ী, যাবেরে রাগ রঙ্গ ছাড়ি,

না ভেবে কামিনী কড়ি, ভাবরে হরি তরিবে হেলায়। ৬

—০—

৬৬ নং।

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ তাল খেমটা।

(আর একটা পাখি বলে চোক গেল)

প্রণাম করিগো নব্য সভ্যতায়,

সভ্যতা দেখে দুখে হাঁসি পায়। (হায় রে হায়) ১

আজ কাল বড় লোক হ'লে, কমিটী করে সকলে,
তার বুড়ো মায়রে ফেলে, বৌয়ের তরে শোক জানায়।
শেষে মনস্তাপে, ছতর মেপে,
টেলীগ্রাফে, শোক পাঠায়। (যায় ত্বরায়) ২
ইংরেজী কেতাব খুলে, পড়ে সে কোমত মিলে,
বাপের নাম জিজ্ঞাসিলে, আকেল যেন অক্কা পায়।
এখন জাতের দফা, হচ্ছে রফা,
জাত পুছিতে জাত যে যায়। (না জুয়ায়) ৩
ভারত দাশু রায়ের নামে, মুখ ফিরায় ডাইনে বামে,
গুপ্ত, রসিক, গুপ্ত ক্রমে, দোষে সবে সে সবায়।
এদিগ মিলি য়ে মায়ে, জামাই ঝিয়ে,
নাচ্ছে বৌয়ে বাপ বেটায়। (কি শোভায়!) ৪
পর-পুরুষ পর-নারী মিলে, নির্জ্জনে কুতূহলে,
কথা কয় মন খুলে, স্বামী গেলেই দোষী হয়।
হায় দেখনা কি কারখানা।
(যেন) "যার ঘোড়া তার ঘোড়াই নয়" (সবে কয়)। ৫
বাড়ীতে গুরু এলে, সেবে না দেবতা ব'লে,
পুরুতে ভাত না মিলে, প্রণামিত পাওয়াই দায়।
আবার শ্যালক এলে সেই বাড়ীতে,
যেন হাতে হাতে স্বর্গ পায়। (তোষে তায়)। ৬
বুড়ো মা না খেয়ে মলে, চায়না দু নয়ন তুলে,
রাজ-বিধি দেখ খুলে, কোন বিধি নাই কোথায়।
যত খোরাকি বিধি বরাদ্দ,

ছন্দ কেবল স্ত্রীর বেলায়। (আরস্ত পায়) ৭
নব বধূরা দূরে দিয়াছে শাঁক সিঁদুরে,
আদরে অধরে ধরে, দগ্ধ দোক্তা পাতায়,
দিচ্ছে শিরে ল্যাভেণ্ডারে,
চুরি করে মোজা পায়। (চটি তায়) ৮
রাম কত দেখে নিলে, আর কত দেখ্‌বে লীলে,
সাঙ্গ প্রায় ভবলীলে, রঙ্গ কি তোর শোভা পায়।
এখন স্মরণ, মনন, ভজন, পূজন,
সদা কররে শ্রীনাথের পায়। (দিন যে যায়) ৯

—০—

৬৭ নং।

রাগিণী সুহিনী তাল একতালা।
(চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা,
তোমার কাজে কি আমার হেলা) বিদ্যা সুন্দর।
সভ্য কেবা এই কথা প্রসঙ্গে,
দ্বন্দ্ব করে দোঁহে বিলাত বঙ্গে।
বিষাদে বাঙ্গলা বিলাতে বলে,
বিনয়ে, ধরিয়া কর-কমলে,
জনম অবধি মরণ দিনে,
স্মরে পরমেশে ধনী কি দীনে,
নিতি নিতি যারা নিশি বাসরে,
প্রতি কাজে সবে স্মরে ঈশেরে,
ছ'টি দিন যারা ঈশে, না সুধায়,

সাত দিনে সুধু সমাজে ধায়।
ফ্যাসন্ মাফিক ভজনা করে,
সভ্য কেবা এর বলতা মোরে। ১
ল'য়ে রাজ-কর প্রজায় পোষে,
পূরিতে উদর প্রজায় শোষে।
অনাপদে ক্ষত্র বৈশ্য না সাজে,
বৈশ্য-বৃত্তি করে রাজাধিরাজে।
আশ্রিত অরিরে অবাধে ক্ষমে,
সন্ধি ভাঁগি যারা মিত্রেও দমে।
মিত্র মহিষীরে বিপন্ন করে,
সভ্য কেবা এর বলতা মোরে। ২
প্রাণি-বিশেষের প্রাণোপকারে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পূজে তাহারে,
প্রাণান্ত বিপদে স্থান দাতার,
রাজ্য লয় সভ্য বল কে তার। ৩
বিনা মূলে যারা ঔষধি দানে,
মুমূর্ষু রোগীরে বাঁচায় প্রাণে।
মরিলেও যার বিলে নিস্তার,
না পায় নন্দনে সভ্য কে তার। ৪
পীড়িতের যারা শিয়রে বসি,
করয়ে যতন দিবস নিশি।
আর যারা রোগী দেখিতে যায়,
বিজ্ঞাপন দিয়া যায় দর্জায়।

অগণ্য বালকে ওদন দানে,
শিক্ষা দেয় যারা বিমল জ্ঞানে,
শিক্ষা সুবিচার কহিব বা কি,
মূলমন্ত্র যার রজত চাকি।
আমোদ উৎসবে তনয় বাপে,
নাচ নিরখিতে বদন ঝাঁপে,
মায়ে ঝিয়ে বৌয়ে জামাই সঙ্গে,
বাপ বেটা জেঠা নাচয়ে রঙ্গে,
গুরু জ্ঞানে যারা সেবে স্বামীরে,
সতী হয় পূজ্য নর অমরে,
সবুট শ্রীপাদ স্বামীর করে,
অশ্বে আরোহিতে যে দান করে।
অচ্ছেদ্য যাদের বিবাহ বন্ধন,
ডিক্রীগত যার উদ্বাহ জীবন।
আত্মীয় অতিথি পালন তরে,
প্রদানে ওদন বিনা কাতরে।
হায় পরিণীত হইলে যারা,
পিতা মাতা মাত্র পায় মাসারা।
অসতীর যারা দণ্ডিত প্রাণ,
অসতীর যারা করে সম্মান,
অসতীর দণ্ড নাহি বিধান,
বল দেখি কেবা সভ্য প্রধান। ৫
মাতুল তনয়া খুড়ার সুতা,

যে ভগিনী আজ কাল বনিতা,
অবিবাহ্য হ'ল জায়া ভগিনী,
কে বুঝিবে এই বিচিত্র বাণী।
সম গোত্রে যার বিবাহ নাই,
সভ্য কেবা এর বলত ভাই। ৬
আছে যাহাদের সে তত্ত্বজ্ঞান,
কি পদার্থ যার নাহিক জ্ঞান,
বিবেক যাদের শেষ আশ্রয়,
না জানে যাহারা কারে তা কয়।
আবরিলে শুধু বসনে বপু,
তারেই কি সভ্য বলিবে বাপু। ৭
শুনিয়া বিলাত বাঙ্গলা পাশে,
বলিতে লাগিলা সতেজ ভাসে।
ধরা বক্ষ মোরা ভেদি কখন
অর্ণব তরীতে করি ভ্রমণ
গিরি কাটি দুর্গ গড় বানাই,
কভু ব্যোমযানে চ'ড়ে বেড়াই;
বাণিজ্য বিস্তারে ভ্রমি বিদেশ,
রিপু-ধনে মোরা সাজাই দেশ।
সিন্ধু হ'তে রত্ন তুলি যতনে,
নাচে বীর-হিয়া সম্মুখ রণে।
ঘোর গর্জ্জে রবে গর্জ্জি কামান,
অনলে পোড়ায় অরির প্রাণ।

অবনী ব্যাপিয়া লোহার পথে,
ভ্রমিয়া বেড়াই বাষ্পীয় রথে।
জলে কলে চলে বাষ্পীয় তরী,
তীরে চলে তার বুঝ কি করি?
গণিত বিজ্ঞান পঠনে মন,
আছে কোন দেশে শিল্পি এমন।
রচি রাজবিধি শাসি যাহায়,
সে কেমনে সভ্য বলাবে হায়।
পদানত শির সদা যাহার,
সভ্য হবে সে কি? বা কি বাহার।
আকাশ কুসুম সম নির্ব্বাণ,
রেখে দাও দূরে সে তত্ত্বজ্ঞান।
যদি পশু-সম বনে বিরাজ।
মানব হইয়া তবে কি কাজ?
নিরুদ্যম যারা ধন অর্জ্জনে,
ধন হীন জনে কে কবে গণে।
আছে আমাদের অগণ্য ধন,
তবু ধন-তৃষা নয় বারণ।
তেঁইসে প্রতাপ ধরা ব্যাপিয়া,
নবোদ্যমে নাচে সদা এ হিয়া।
প্রভুত্ব প্রতাপ সবে ত্যজিয়া,
থাকে যারা সুধু নির্ব্বাণ নিয়া।
আহারেরধম দুপুর বেলা,

বৈকালে যাদের পাশার খেলা।
সন্ধ্যা হ'লে যারা শয্যায় লীন,
সভ্য কেবা এর বুঝ প্রবীণ। ৮

—০—

৬৮ নং।

রাগিণী লগ্নী তাল জৎ।

যমুনা লহরী।

(নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা) গোবিন্দচন্দ্র রায়।

যে দিন হইতে হারাই আমরা, ধাম পবিত্র বিলাত ও,
সে দিন হইতে নিবসিনু আসিয়া, পাপ এ আসিয়া খণ্ডেও
কিম্বা
যে দিন হইতে মক্কা নিবাসী তাড়িল তস্কর তুল্যও,
সে দিন হইতে নিবসিনু আমরা আসিয়া ভারতবর্ষেও।
সে দিন হইতে, পূর্ণ সে সভ্যতা ভাতি না ভাতিল আরও।
সে দিন হইতে ভারত হিন্দু, বলিল অসভ্য অসারও।
ভারত-আদি-বাসী নহেত আর্য্য ধার্য্য হইল ইতিহাসেও,
নূতন বাণিসূত-বাণী সে অদ্ভুত, শুনিয়া পরাণ হাসেও।

---

৬৯ নং।

নব বর্ষ।

শ্রীরাগ তাল একতালা

(সুখের লাগিয়া যে ঘর বাধিনু) জ্ঞানদাস।

নবীন বরষে, মনের হরষে.

সবাই আনন্দ ময়,
হের তরুগণ, পত্র পুরাতন,
ত্যজে ধরে কিসলয়। ১
কম কান্তি বেলী, ফুটে বনস্থলি,
গন্ধামোদে তোষে প্রাণ।
সুমধুর স্বরে, পরভৃত বরে,
গায় রে, বিভুর গান। ২
কিবা মধুমাসে, মধুসম হাসে,
জননী প্রকৃতি সতী,
দেখি প্রাণিগণ, পুলোকিত মন,
বিহরে আনন্দ মতি। ৩
নব পত্র দলে, পবন হিল্লোলে,
নর-নেত্র বিনোদিয়া।
উচ্চ তরু-শাখে, দোলে লাখে লাখে,
নেহারি জুড়ায় হিয়া। ৪
যারা বর্ষীয়ান, করিবে প্রয়াণ,
এ ভবে দুদিন গতে,
নব বর্ষ বলি, কভু কুতূহলী,
সে নহে আপন চিতে। ৫
শুষ্ক পত্র পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
আশ্রয় তরুর তলে।
তার পানে হায়, কেহ নাহি চায়,
কখন নয়ন তুলে। ৬

বায়ু ভরে উড়ে, হুতাসনে পুড়ে,
পড়ে আর পচে গলে।
দলে দুলে সব, নির্দ্দয় মানব,
চলিতে চরণে দলে। ৭
এক দিন মম, নব-পত্র সম,
কম কান্তি ছিল হায়।
সোহাগ হিল্লোলে, নাচিতাম তু'লে,
এবে সে দিন কোথায়। ৮
যদি সবিশেষ, পাবে উপদেশ,
শুষ্ক পত্রে চাও তবে,
কিসলয় দেখি, হইওনা সুখী,
স্থায়ী নহে কিছু ভবে। ৯
তাই বলি মন, কেন অকারণ,
ত্যজি আত্ম অন্বেষণ।
ভুলি আত্ম বিধি, লয়ে রাজবিধি,
কর বর্ষ আলোচন। ১০
বল মন খুলে, কি কাজে গোঁয়ালে,
বিগত বর্ষের কাল।
কভু পূত চিতে, আপনার হিতে,
ভেবেছ কি মহাকাল। ১১
হায় কত দিন, দ্বারে দেখি দীন,
কুকথা বলিয়া কত।
মুষ্টি ভিক্ষা তায়, নাহি দিয়া হায়,

তাড়াইলা তা ভাবত ? ১২
বল বল শুনি, সাজাতে গৃহিণী,
কত দিন ভাবি ছিলা,
আপনা ভুলিয়া, বাসনে মজিয়া,
কত দিন কাটাইলা। ১৩
কদিন কুসঙ্গে, কাটাইলা রঙ্গে,
মাখাইলা অঙ্গে মাটি,
হারায়ে চেতন, কর কি গণন,
কত দিন গেল কাটি। ১৪
গৃহাশ্রম সার, পঞ্চ যজ্ঞ যার,
করিবার বিধি আছে,
করেছ কি কভু, স্মরেছ কি বিভু,
সুধাও আপন কাছে। ১৫
কর আলোচনা, ঘুচিবে বেদনা,
রাম অনুশোক কর।
শমন শিয়রে, মুকতির তরে,
ভাব সে ভবেশ হর। ১৬

---

৭০ নং।

মনের প্রতি উপদেশ ও অনুতাপাত্মক।

তাল লপেটা আড়খেমটা।

(ভাব মন দিবানিশি অবিনাশী) কাঙ্গাল ফকিরচাঁদ।

ওরে ভাই না ভাবি সার, ভব সংসার,

সদা অসার, সবাই বলে।
সবে সংসারে আছে, সার করেছে,
মুখে মিছে অসার বলে।
যে সংসারে ভোবে, তাঁয় না ভাবে,
তার কি হবে বনে গেলে। ১
বল এ সংসারাশ্রম, কোন্ গুণে কম,
আন আশ্রমে তুলে,—
যে সংসারী যোগ্য, পঞ্চ যোগ্য,
করে নিতি কুতূহলে।
(ভক্তি ভাবে) ২
যতি ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুকেরে,
সংসারী সবারে পালে,
পালে পশু বিহঙ্গ, কীট পতঙ্গ,
অন্তরঙ্গ সদা কালে।
(পালে সদানন্দে) ৩
দরিদ্রের হেরে বদন, পেয়ে বেদন,
কে দেয় ওদন মুখে তুলে,
ভোজনের অর্দ্ধ গ্রাসে, দীনে তোষে,
কে ভাসে সুখ-সলিলে।
(সংসারি বিনে) ৪
রাম কয় থাকি সংসার, কররে সার,
সারাৎসার চরণ কমলে,
চিত্ত পবিত্র করে,যে তাঁয় স্মরে,

সদ্গতি পায়, নিদান কালে।
(থাকি যথা তথা) বেদের বাণী) ৫

---

৭১ নং।

(ঐ সুর)

ওরে মন এ কি দশা, খেলে পাশা,
এবার ভবে হেরে গেলে।
নয় দুই একটী, যোল ঘুটী,
তারা আপনিরে অপথে চলে।
মন তুমি কেমন খেলোয়ার, একটিও তার,
চাল্‌তে না চতুর হইলে।
(ইন্দ্রিয়গণে) ১
দেখ সব ঘরে ঘরে, ঘুরে ফিরে,
জন্মে মরে সদা কালে,
মন তুমি বাঁধিলে না যোগ, কি কর্ম্ম ভোগ,
যোগ ভেঙ্গে জীবন হারালে।
(তাঁর সনে) ২
ভুলি ত্রিগুণাত্মকে, মজিলে সখে,
পাঞ্জি ছকে রত হলে,
ঈশ্বরের সঙ্গে আড়ি, রে আনাড়ি,
পাড়ি দিতে না পারিলে।
(ভবসিন্ধু) ৩
কাতরে রাম বলে, দিন গোয়ালে।

ভাব্‌লেনা সে দীন দয়ালে,
(ওরে) যাঁর নিকটে, সম্রাট মুটে,
সমতুল সে নিদান কালে।
(পাপীতাপী) ৪

৭২ নং।

রাগিণী যোগিয়া, তাল রূপক।
(কুবুজা সুন্দরী পরমাসুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

করি কি নিরূপণ, বল হে কৃপণ,
করেছ গোপন, আপন ধন রাশি।
ব্যয় দু পয়সায়, পরাণে নাহি সয়,
দেখিয়ে আশয়, দুখে যে পায় হাসি। ১

মরিলে কি খাবে বলে আপন পরিজন,
রাখিলে সব ধন, জীবনে যা অর্জ্জন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দিয়ে বিসর্জ্জন, কভু না দিলে ভোজন,
দীন দুখী প্রতিবাসী। ২

ভেবে দেখ মনে, রাম হবে যবে নিধন,
কোথা পড়ে রবে তব এসব নশ্বর ধন,
তাই বলি কর পঞ্চ যজ্ঞের সাধন,
ওদন দানে তোষ দেব দ্বিজ নর ঋষি। ৩

-০ঃঃ০-

৭৩ নং।

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।

(এই সংসার ধোকার টাটি) রামপ্রসাদ।

হয় না ভাল পোকা মেরে, দেখ একবার চিতে চিন্তা করে,

(যে জন) পোকার কামড়ে, (মনরে) গুটিপোকা মারে,

তার পোকা মরে আখেরে। ১

নিদয় অন্তরে, তাতায়ে তন্দুরে,

কোটি কীট পুরে ভাবায়ে মারে,

শেষে বারি করে পীত—

বরণের সুত,

সোণাদরে বেচে কড়ি করে।

সে হ'লে লক্ষ পতি, ছাড়ে লক্ষ্মী সতী,

আনা যাসা রতি রয় না পরে,

তার পাকা ঘর বাড়ী, (হায় রে) ভূমি তলে পড়ি,

যায় গড়াগড়ি অন্ধকারে। ৩

কিন্তু এক বিচিত্র, এ বিধি অন্যত্র,

সম শ্বেত কৃষ্ণে খাটে নারে,

শ্বেতে হয় জয়, কালা পায় ক্ষয়,

বর্ণ-গুণে বুঝি বিধি ভরে। ৪

আপন সুতায় যে কীট বদ্ধ তায়,

কিবা ফলোদয় বধিয়া হাঁরে,

রাম গুটিপোকা-প্রায়, (হায়রে) বাঁধা র'লে হায়,

আপন-করম-সূত্র-ফেরে। ৫

৭৪ নং।

(রামপ্রসাদী সুরে)

হরি কি তাহারি মিলে।

যার মন পূর্ণ আছে মলে।

যার মন পাজী, তার প্রতি রাজী

নয় হরি, সাধু সাজিলে। ১

প্রাতঃস্নানে, মৌনে ধ্যানে,

অথবা আঁখি মুদিলে,

(ওরে) তিলক ফোটায়, বেণী জটায়,

ঘটায় মুক্ত কেশ রাখিলে। ২

পট্টবাসে, তীর্থ-বাসে

কি আবাসে দিন কাটালে,

ব্রত উপবাসে, পীতবাসে,

বাসে না ভক্ত না হ'লে। ৩

বেদাদি বেদান্ত তন্ত্র,

আঠার * বিদ্যা শিখিলে,

বেদ—	৪	মীমাংসা—	১২
শিক্ষা—	৫	ধর্ম্মশাস্ত্র—	১৩
কল্প—	৬	পুরাণ—	১৪
ব্যাকরণ—	৭	আয়ুর্ব্বেদ—	১৫
নিরুক্ত—	৮	ধনুর্ব্বেদ—	১৬
ছন্দ—	৯	গন্ধর্ব্ববেদ—	১৭
জ্যোতিষ—	১০	অর্থশাস্ত্র—	১৮
ন্যায—	১১		

রিপু জয় বিনে, ভক্তি হীনে,
জপে যাগে যোগ সাধিলে। ৪
কি শিখায় মখর রাখায়,
সুরে কিম্বা নেড়ে মাথায়,
কি হরি গুণ গাণে মাতায়,
বিশ্ব পিতায় তায় কি ভোলে। ৫
তুলসী রুদ্রাক্ষ মালায়,
বদ্ধ মুক্ত কাছা কোচায়,
কিম্বা হরি ব'লে নাচায়,
হরি নাচায় নয়ন মেলে। ৬
নিরামিষ আমিষে বিষে
ক্ষীর ছানা কি মধু সুধায়,
তায় না সুধায়, যদি না দেয়,
শুদ্ধ মনে ভক্তি-বলে। ৭
নন্দ নন্দনে, কুসুম চন্দনে,
তুলসী দলে পূজিলে,
(ওরে) ভক্তি বিনে ভক্তাধীনে,
সুফল দিলেও ফল কি ফলে। ৮
বলি রাম তোরে অমল অন্তরে,
ভক্তিতে তাঁরে ডাকিলে।
তবে মুক্তি পাবে, ভয় না রবে,
অন্তক এলে অন্তকালে। ৯

—০—

৭৫ নং।

রাগিণী জয়জয়ন্তী তাল ঢিমা তেতালা।

(যে জ্বরে জ্বরেছে মা তোর কানাই) মধুকাণ।

নাম নিলে কি তরে ভক্তি বিনে,
সুধু নামে ত্রাণ পাবিনে,
ভক্তি ভাবে ভাব ভক্তাধীনে। ১

যোগে যাগে জ্ঞানে মুক্তি,
হয় না সুধু বেদ উক্তি,
সকলেরি মূল ভক্তি,
আছে যুক্তি নিখিল পুরাণে। ২

গরল পানে বাঁচে প্রাণে ভক্তির ফলে,
ভক্তি গুণে রাখাল গণে, দেয় এঁঠো ফলে,
ভক্তি বশে নিষাদ পতি, প্রেমে বদ্ধ রঘুপতি,
যশোদা বাঁধে শ্রীপতি,
সংপ্রতি রামপ্রসাদ শক্তি গানে। ৩

মুক্তি দাত্রী ভক্তি কর হৃদে অধিষ্ঠান,
কর গতি কৃষ্ণ প্রীতি ত্যজি অন্য স্থান।
থাকি রামের হৃদাবাসে, সদা ভজ পীত বাসে,
পীতবাসে যা ভালবাসে,
মুক্তি-আশে মজ হরি-ধ্যানে। ৪

---

৭৬ নং।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান।

(আয়না গো রথ দেখ্তে যাই প্যারি) মধুকাণ।

দেখলেত রথ বছর বছরে, জীবন ভ'রে,
একবার রথে দেখলে বামন,
আর যে জনম না হয় ফিরে। ১
কেন পেয়ে কষ্ট পথে,
দেখিবে গিয়ে কাষ্ঠ রথে,
একবার দেখ মনো-রথে,
শ্রীরাধা মুরলি-ধরে। ২
মন রাখ, বামন দেখ রথের বাজারে,
দেখিতে হয়েছে মত্ত আর বা যারে,
ছাড়ি ওসব কুসঙ্গ, এখন কর সাধুসঙ্গ,
স্মর শ্রীহরি প্রসঙ্গ,
দেখনা শমন অদূরে। ৩
অন্তে মূর্ত্তি যুগ যদি চিন্ত ভ্রান্ত মন,
তবেত কৃতান্তপুরে না লবে শমন,
প্রাণান্তে সাযুজ্য পাবে,
কিম্বা স্বারূপ্য মিলিবে,
আর না আসিতে হবে,
রাম তোরে ভব-সংসারে।

—— ০ঃ০ ——

৭৭ নং।

রাগিণী দেওগিরি। তাল ঢিমা তেতালা।

(চেয়ে দেখ কে কাল) মধুকাণ)

কি শোভা বৃন্দাবনে,

রাকা নিশিতে শ্রাবণে, কিশোর কিশোরী সনে,

ঝুলিছে নিকুঞ্জ বনে। ১

চেয়ে দেখ নয়ন মেলি,

যত সখিগণ মিলি,

হয়ে সবে কুতূহলী, রত দোঁহায় সেবনে। ২

দুলোকে ভুলোকে হের, যে লীলা নিত্য গোলোকে,

যোগী হেরে জ্ঞানালোকে, বুঝে না অবোধ লোকে,

পূর্ণ ব্রহ্মময় হরি,

ইচ্ছাশক্তি রাধা প্যারী,

ত্রিজগত সৃজন তাঁরি, খ্যাত নিখিল ভুবনে। ৩

আদ্যাশক্তি রাধা সতী, কৃষ্ণ-হৃদি বিহারিণী,

অভিন্ন অম্বিকা কালী কমলা বীণা ধারিণী,

রামের পামর মন, স্মর রাধা রাধারমণ,

তবেত না লবে শমন, ত্যজিবে যবে জীবনে। ৪

—০—

৭৮ নং।

শ্মশানে শবদাহ দর্শনে।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল মধ্যমান ঠেকা।

(দেখিলাম তোমার জননী জনক) মধুকাণ।

ভাব কি দেহের পরিণাম, ওরে ভ্রান্ত মন।
কৃমি বীট্ ভস্ম সঙ্গত হবে যবে লবে শমন। ১
এ দেহের অহঙ্কারে, গণ্য না করিছ কারে,
মত্ত ইন্দ্রিয় বিকারে,
কর পাপ-পথে ভ্রমণ। ২
চিকুরে শোভিত শির হেরে হর্ষ হও মুকুরে।
যবে জীবনান্ত হবে খাবে শিবা কি কুকুরে।
কটাক্ষে কামিনী-মন, মোহে যে যুগ নয়ন,
করিলে প্রাণ প্রয়াণ,
কাকে করিবে উৎপাটন। ৩
মোহিত প্রেয়সি-মন,
হেসে যে হাসি বদন,
কটু কথা কয়ে যাহে দাও সবে মনোবেদন।
তায় অনল দিবে প্রেয়সী, পুড়ে হবে ভস্ম রাশি,
কি পাইবে রাগ জলে ভাসি,
বাঁশী ধরে ধর এখন। ৪

———o———

৭৯ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল তেওট।
(দাঁড়াও হরি এল প্যারি) মধুকাণ।
বৃথা রে এখন দেহে যতন।
রবেনা যতনে আর হইবে পতন। ১

আর শ্বেত কেশে, টেড়ি কাট কিসে,
ভবি হৃষিকেশে, যাবে রে যাতন। ২
তোর দিন অন্ত, গিয়েছে দন্ত,
লাগালি নূতনত, হইয়ে ভ্রান্ত,
ইন্দ্রিয় সকল, হয়েছে বিকল,
জঠর অনল, নিভেছে এখন। ৩
(আর) কি সুখ ভবনে, চল যাই বনে,
পান কর বনে, নির্ঝর জীবনে,
ভক্ষ ফল মূলে, বসি বৃক্ষ মূলে,
ডাক কৃষ্ণ ব'লে, ছোবে না শমন। ৪

—০)॰॰(০—

৮০ নং।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান ঠেকা।

(ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কিম্বা দ্বারি দেখয়ে
খত এনেছি দাস-খত) অনুরূপ।

ভ্রান্ত মন তোর হয়েছে দিনান্ত,
অদূরে আছে কৃতান্ত,
না ক'রে তার তদন্ত,
কেন লাগালি দন্ত। ১
কথা শুনে হাঁস্‌ত লোকে, তাইতে কি মন পুলোকে,
লাগালি দাঁত, হাঁস্‌বে লোকে,
দে'খে যৌবন অন্ত। ২

সাজাতে এ নশ্বর কায়, নষ্ট কল্লে কত টাকায়,
সে দুখ আর জানাব কায়,
জানেন অনন্ত । ৩
এবে রস রঙ্গ ছাড়ি, হয়ে সদা সদাচারী,
বিতর রাম দীনে কড়ি,
ভজ শ্রীকান্ত । ৪

—০—

৮১ নং ।

বিবিধ বিষয় ।

রাগিণী আলেয়া, তাল আড় খেমটা ।
(যেওনা প্রেয়সী ত্যজিয়া আমায়) যুড়ি ।

হরি বল মন আমার বৃথা দিন যায় ।
রসনা নিরত হবে শ্রীহরি কথায় । ১
হরি নাম বিনে, মুকতি পাবিনে,
ভাব নিশি দিনে, ভব ভাবে যায় । ২
রাম রে আজন্ম, করিলি অধর্ম্ম,
পেয়ে নর জন্ম, হারালি হেলায় । ৩

—০—

৮২ নং ।

রাগিণী ইমন পুরিয়া, তাল তেতালা ।
(পিরীতি যে জানে সে কেন করে না) সুরে ।

মন আমার হরি হরি বল বদনে ।
দিন গত, কালাগত,
চেয়ে দেখ না নয়নে । ১

ধূলা-খেলা করিয়ে কাটালিরে সে বাল্য কাল
যৌবনে কুরসে মজে না ভাবিলি পরকাল,
অন্তকাল এবে তব ভাব রাধারমণে। ২
শ্বেত কেশ দন্তহীন লোল চর্ম্ম শরীরে।
তবু বৃথা সুখ-আশে ভ্রম ভব সংসারে।
ত্যজি ধন আশ, ভালবাস, বংশি-বদনে। ৩

—০)ঃঃ(০—

৮৩ নং।

রাগিণী রাজ বিজয়, তাল তেতালা।

(রাই সাজে না রাজ বিরাজ বিনে।

সদা, মন ভাবরে রাধারমণে।
ঐকান্ত মনে, সে কাল দমনে,
অন্তে লবেনা ছোবেনা তোরে শমনে। ১
যার নামে দিগম্বর, অঙ্গে পরি বাঘাম্বর,
ভ্রমে সদানন্দে সদা শ্মশানে।
নামে ছাড়ি মায়, শিশু যায় গহনে। ২
নামে, যোগী, ঋষি, মুনিবর,
পরিয়ে অজিনাম্বর,
হিমাদ্রি গহ্বর বাসী ধেয়ানে।
রূপ সনাতন ত্যজে ধন ভবনে। ৩
(আমি) হেন নাম পরিহরি,
হায় বৃথা কাল হরি,

গতি কি হইবে হরি, সে দিনে।
তুমি না তারিলে তরি ভবে কেমনে। ৪
না চিন্তিলি আত্মারাম,
কিসে তোর আত্মা আরাম,
পাবে ভবে ভাব রাম স্ব মনে।
বল হরে কৃষ্ণ হরে রাম বদনে।

---

৮৪ নং।

রাগিণী তাল ঐ।

[illegible] মজরে হরি চরণে।
[illegible] দিনে, ধ্যান ধারণে,
[illegible] সতি, হবে গতি, মরণে। ১
[illegible]-ধার, ভাব বিশ্ব মূলাধার,
[illegible] ধার বহিবে বৈতরণে।
নৈলে তপ্ত তোয়ে দহিবে এ পরাণে। ২
বেদ পুরাণে আছে শুনা, যে পদ তরণী সোণা,
উপাসনা কর সে সনাতনে,
হবে গমন বারণ শমন সদনে। ৩
বৃথা হ'ল কালক্ষয়, কর যদি কাল জয়,
মৃত্যুঞ্জয় ভাবে যায় মননে।
স্মর রামজয় জয় বিজয় তারণে। ৪

—০::০—

৮৫ নং।

রাগিণী যোগিয়া তাল রূপক।

(কুবুজাসুন্দরী পরমাসুন্দরী) গোবিন্দ অধিকারী।

মনরে এইক্ষণ, ভাব প্রতিক্ষণ,
করিবে ভক্ষণ, ত্বরা করাল কালে।
আর নাহি সময়, বিষয় বিষময়,
ত্যজিয়ে বিশ্বময়, স্মররে সদা কালে। ১
কঠোর যাতনা কত পাই জঠর বাসে।
কাতরে কত না কেঁদে যাতনা-নাশ-আশে।
ভেবেছিলে, ভবে এলে, ভজিবে শ্রীনিবাসে,
ভুতলে প'ড়ে সব ভুলিলে মায়াজালে। ২
যেতে সাধ করুণানিধান সন্নিধানে,
বাহিরে অন্তরে শুচি হও সাবধানে,
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি রত হও ধ্যানে।
পূরিবে সাধ অবাধে, হর বিধি বেদে বলে। ৩
নিত্য সুখ আশা যদি ব্যর্থ সুখ বাসনা,
ছেড়ে দাস্ত হ'য়ে কর শ্রীকান্ত উপাসনা,
পরিণামে হরিনামে বশ হবে রসনা,
স্মরিবে শ্রীপতি গতি পাইবে পরকালে। ৪

—০—

৮৬ নং।

রাগিণী অহং তাল রূপক।

(চিত্র লিখিলাম নয়ন কজ্জলে) গোবিন্দ অধিকারী।

বৃথা আসিলাম ভব-সংসারে।
কভু না স্মরিলাম "হরে মুরারে"। ১
যবে জঠরে আসিলাম, যাতনায় কেঁদে ছিলাম,
ভগবান ভজব্ ভাবিলাম,
প'ড়ে ভূতলে ভুলিলাম, মায়া ঘোরে। ২
একে, পেয়ে মানব জনমে, আসি এ কর্ম্ম-ভূমে,
তায় দ্বিজ হই কর্ম্ম ক্রমে,
ত্যজে তত্ত্বজ্ঞান মজিলাম অজ্ঞান আঁধারে। ৩

---

৮৭ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতালা।
(জয় রাধাবল্লভ দেবাদি দুর্ল্লভ ভবভাব্য নিধি) নারায়ণ দাস।

বল হরে কৃষ্ণ হরে, মুকুন্দ মুরারে,
হরে রাম হরে, বল বদনে।
ক্রমে দিন গত, কৃতান্ত আগত,
কেন মন রত, রলি ব্যসনে। ১
রিপু-বশে রঙ্গরসে কাট কাল,
মায়া-জালে ভুলে র'লে পরকাল,
তোর গতরে ত্রিকাল,
সম্মুখে ঐ কাল, স্মর সদা কাল,
কালীয় দমনে। ২
ত্যজি নিত্য ধন, অনিত্য যে ধন,

উপার্জ্জি সে ধন ভাবি নিত্য ধন,
নিকট নিধন, করিবে বন্ধন,
ভাব ভবে ভব-বন্ধন বারণে। ৩
কেঁদে কহে রাম হয়ে জোড় পাণি,
পাপ তাপ হ'তে তার চক্রপাণি,
যেমন তারিলে আপনি, ব্রজে বজ্রপাণি।
ভীত গোপ-কুলে গিরি ধারণে। ৪

---

৮৮ নং।
ঐ সুরে।

ভাব নব-জলধর, সুন্দর অধর,
শেষ বিষধর-শির-বিহারীরে।
গত হ'ল কাল, নিকট এল কাল, স্মর সদা কাল,
মুকুন্দ মুরারে। ১
ছার ধন জন, আর পরিজন,
দিয়ে বিসর্জ্জন, কর'র ভজন,
কেন হ'য়ে অভাজন, কল্লেনা ভজন, ভক্তির ভাজন,
অসুরারি রে। ২
(ওরে) সদা মনে কর, যবে দিনকর,
তনয় কিঙ্কর, বাঁধিবে করে।
এই অনর্থ-আকর, অকিঞ্চিৎকর,
সম্পদ নিকর, রহিবে পড়ে
অর্জ্জিলে যে ধন ঘামাইয়ে শিরে,

তুষিলে যে ধনে সুধুই প্রেয়সীরে,
সেই প্রেয়সী অনল দিবে প্রিয় শিরে,
ভাব নত শিরে, সহস্র শিরে। ৩
পুরাও বাসনা, স্ববশে রসনা,
থাকিতে কেন না, স্মরণা তাঁরে।
হ'লে কণ্ঠরোধ, না থাকিবে বোধ,
(তখন) কি বলে প্রবোধ, দিবিরে মোরে।
থাক্‌তে ধন যেমন না খুঁড়ি খাল্‌ বিল,
মরণ কালে কৃপণ করেরে উইল, (তুমি)
থাকিতে স্ববশে নাম ব'লে কি ব'সে,
(বলে) শুনাবে পারে সে, "হরে কৃষ্ণ হরে"। ৪

—॰—

৮৯ নং।

রাগিণী জঙ্গলা তাল একতালা।
(এই সংসার ধোকার টাটি) রামপ্রসাদ।

কি সাধে আর চাও বাঁচিতে।
একবার চিন্তা করি দেখ চিতে। ১
জন্ম নিকেতন, জঠর-যাতন,
কঠোর কেমন তা জানিতে।
তবু মুক্তি আশে, শ্রীনিবাসে,
ভাব্‌লে না মজে কুনীতে। ২
জীবনে যে ধন, করিলে অর্জ্জন,
নারিলে ব্যাভার করিতে।

বল ভব সম আরে, কে আছে সংসারে,
এমন অসার, মৃত জীবিতে। ৩
গৃহী হ'য়ে না কল্লে কভু
পাঁচটি যজ্ঞ দিন নিশিতে,
তুমি হবে না মুক্ত না হলে শক্ত
পঞ্চ সুনা পাপ নাশিতে। ৪
তাই বলি মন, কুসঙ্গে ভ্রমণ,
ছাড় কুরসে মজিতে।
পাপ মতি পরিহরি, রাম চিতে হরি,
স্মর, পরকাল আত্ম হিতে। ৫

---

৯০ নং।
রাগিণী পিলু তাল জৎ।
(দুখ পশরা নয়ন তারা, তারা সরে এসেছে) রামপ্রসাদ।
ভেবে দেখ্ মন, কিসের কারণ,
আসিয়ে এ কর্ম্ম-ভূমে, কি কর্ম্ম করিলে কভু
তা না ভাবিলে ভ্রমে। ১
তুমি পঞ্চ যজ্ঞ ছাড়ি, সাজালে শুধু ঘর বাড়ী,
ভাব্‌লে কেবল সোনা সাড়ি, থাকিয়ে গৃহ আশ্রমে। ২
গত কল্লে শিশু বেলায়,
খাওয়া শোওয়া ধূলায় খেলায়,
জ্ঞান লাভ না কল্লে হেলায়,
মজিলে যুবায় ক্রমে। ৩

* * * * *

এখনও রিপুর বশে, কাটালে দিন রঙ্গ রসে,
ভাব্‌লে না ভবে ভবেশে, কি হবে বল্‌ পরিণামে। ৪
অন্তু দিন তনুক্ষীণ, শ্বেত কেশ দশন হীন,
আজ কি বাদে কদিন, রহিবে অনন্ত ঘুমে। ৫
তাই বলি রাম ত্যজে সংসার, সারাৎসার চরণ কর সার,
এ কলিতে নাইরে নিস্তার, স্মরণ বিনা হরি নামে। ৬

—০ঃঃ০—

৯১ নং।

রাগিণী কালাংড়া, তাল ঢিমা তেতালা।
(আর তুমি কি ধনের আশা কর মন)
কিম্বা (কেরে বামা হর হৃদি-পরে নগনা)
কমলাকান্ত।

ওরে মন, আর কি রস-রঙ্গ শোভা পায়।
ভাবরে রাধা ত্রিভঙ্গ, তোর ভবরঙ্গ সাঙ্গ প্রায়। ১
ভ্রমিছ কেন কুপথে, এখনো মন এস পথে,
চিন্ত চিতে চরম পথে, অন্তের উপায়। ২
দূর নয় দেখ দিন গ'ণে, যে দিনে বান্ধব গণে,
এই দেহ করিবে দাহন, ক্রব্যাদ আগুণে।
(তখন) পাপ পুণ্য সঙ্গে যাবে,
ভোগান্তে ফিরিবে ভবে,
কর্ম্ম সূত্র নাশ তবে, জ্ঞানাগ্নি প্রভায়। ৩

অনিত্য এ বিত্ত, ধন, ত্যজে নিত্য নিত্য ধন,
সাবধানে করে সাধন, সদা সযতনে।
রসনায় অবিরাম, বল রাম কৃষ্ণ নাম,
পাবে সুখ মোক্ষধাম; মজ হরি পায়। ৪

—০—

৯২ নং।

রাগিণী কালাংড়া, তাল কাওয়ালী।

(আরে কুলকুণ্ডলিনী যার যাগে) কমলাকান্ত।

রাধা রাধা-রমণ বিরাজে যার মনে, নাই যার মনে।
কি কাজ বেদান্ত তন্ত্র দর্শনে, তীর্থ দরশনে। ১
অন্তরে যে হেরে হরি, অন্তরে যে হেরে হরি,
সে বিষয় পরিহরি কেনে।
তাজিয়ে সংসার-বাস, সুরধুনী তীরে বাস,
কিম্বা করে বনবাস, বৃথায় মুক্তি-কারণে। ২
যে হয় শুক নারদ, না চায় সে ধ্রুব-পদ,
হরি-পদ হেরে হৃদাসনে।
রত কুপথ গমনে, রাম না ভাবিলে মনে,
কাল কালীয় দমনে, ভবে তরিবে কেমনে। ৩

রাগিণী সর ফরদা, তাল ঢিমাতেতালা
(আর কেন আমায় রাজা বল) মধুকাণ

দিন গত তোর দেখনা গ'ণে।
র'লে ব'সে, জেনে শুনে কেমনে।
একবার ডাকরে মন রাধারমণে। ১
আশি লক্ষ জন্মান্তরে মানব জন্ম পাই।
না ভজে গোবিন্দপদ হেলায়ে হারাই।
গর্ভবাসে ছিলে যখন, কাতরে করিতে রোদন,
কি বলেছ কৃষ্ণ সদন, সে বেদন পড়ে কি মনে। ২
কুসঙ্গে কুরঙ্গে বৃথা কাটাইলে কাল,
গেলরে কাল এল ঐ কাল, দেখরে পরকাল,
তরবি যদি ভব-সিন্ধু, ডাকরে একবার দীনবন্ধু,
গোবিন্দ গোলক ইন্দু, ছোবেনা তোরে শমনে। ৩

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল তেওট।
(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) সুরুকোণ।
করি কি বল এল কাল।
বিহীন জ্ঞান সাধন সম্বল বল। ১
আসিয়া এ ভবে, মজিলাম কুভাবে,
না ভাবি মাধবে, ভাবি জঞ্জাল।
অনিত্য ধন আশায়,
ত্যজি নিত্য ধন, যে ধরে গোবর্দ্ধন,
সাধনের ধন,

না ভাবি সেইধনে, মজিলাম কুধ্যানে,
এখন ডাকিছে নিধনে, কি হবে বল। ৩
প'ড়ে মায়া-ফাঁদে, বিষয় মদে,
মত্ত লোভ মোহে মৎসর মদে,
মাতি রঙ্গরসে, অবিদ্যা আবেশে,
ভুলিলাম ভবেশের পদ কমল। ৪
ভাব কি আরে মন, হের, শিয়রে শমন,
তোর সাঙ্গ ভব ভ্রমণ, ভাব রাম বামন।
তবে হবে দমন, সংযমনী গমন,
স্মর রাধারমণ, রূপ যুগল। ৫

—০):ঃ(০—

৯৫ নং।

রাগিণী লুম্‌ঝিঁঝিট, তাল ঢিমা তেতালা।

(বল তারে কারাগারে আর কত দিন রৈতে হবে) মধুকাণ।

আর কি আশে সুখবাসে, আছরে মন এ সংসারে।
শান্তি সুখ মেলেনারে না ভজিলে সারাৎসারে। ১
পালিতে আত্ম পরিজন, করেছত অর্থ অর্জ্জন,
কখন কি তৃপ্তি সাধন, হয়েছে তব অন্তরে। ২
দারা সুত লাগি বৃথা মুগ্ধ হ'লে মন,
নহে কেহ কর্ম্মভাগী লইলে শমন।
ভুলিলে হেরি যে মুখে, সে অনল দিবে মুখে,
তবে কি সুখে কোন্ মুখে, আপন আপন বল তারে। ৩

মিটেনা ধনাশা তৃষা, দেখ বিচারি,
তাই বলি ভবন ছাড়ি হও বনচারী,
কি সুখ নিবাসে বাসে, ভ্রম রাম তীর্থ-বাসে,
ভালবাস পীতবাসে, কৃত্তিবাস বাসে যাঁরে। ৪

৯৬ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান ঠেকা।

(সে হাটে যে সুতো ভবের হাটে পাওয়া ভার) মধুকাণ।

ভাবরে ভগবান, [illegible] নাহি পরিত্রাণ।
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেহ সঙ্গে যাবে না ত,
সে বড় দুর্গম পথ, যাতে করিবে প্রয়াণ। ১
পরমার্থ ত্যজিয়ে অনর্থ ঘটালি,
বৃথা অর্থ তরে তোর এ জীবন গোয়ালি,
এ অর্থ না সঙ্গে যাবে, যা উপার্জ্জন কল্লে ভবে,
ওরে, হরিনাম লওরে তবে, যাহে পাবে ত্রাণ। ২
অসার সংসারে ম'জে অন্তের সহায়,
শ্রীহরি পদ হায় কি বিপদ, ভুলে র'লে হায়,
রাম তোর নিকট মরণ, স্মর সদা সে শ্যাম বরণ,
ভেবো রাধাকৃষ্ণ চরণ, যাবে যবে প্রাণ।

—০:():০—

৯৭ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান ঠেকা।

(হায় কি ভাব ব্রজের ভাব) ঐ

দিন গত, তবুত, আমি হরি না স্মরি।
যখন শমন ধরিবে কেশে, বলরে ত্রাণ পাবি কিসে,
ডাকরে একবার হৃষীকেশে, ভব-কাণ্ডারী। ১
অন্তকালে অন্তর্জ্জলে মেলি বন্ধুগণ,
শুনাবে নাম ব'লে কিরে করিবিনা স্মরণ,
তখন তোর এ পাপের ভরে,
এ পাপ শ্রবণ-বিবরে, হরিনাম পশিবে নারে,
দেখ্‌না বিচারি। ২
বশ না হ'লে রসনা সে কৃষ্ণ-নামে,
কেমনে লইবে সে নাম রাম পরিণামে,
তাই তোয় সাধিতে বলি, সদা রাধাকৃষ্ণ বুলি,
(যাহে) ছিন্ন মুণ্ড রাম রাম বলি,
তরণী যায় তরি। ৩

—— ০:০ ——

৯৮ নং।

রাগিণী পরজ বাহার, তাল ঠেকা।

(কে আলি আমার রতনমণি, বল হরেকৃষ্ণ
হরে হরে) মধুকাণ।

ডাক হরেকৃষ্ণ ত্বরা করি, হায় কি করি।
ওরে মত্ত মন করি,

বৃথা কাজ ত্যজে ভজ, যে বধে কুবলয় করী। ১
শিশু যে নাম স্মরণে, বাঁচিল জীবনে বনে,
ভাব সে পতিত পাবনে, সদাপূত চিত করি।
শৈশবে শিশুর সঙ্গে, খেলায় গত দিন,
যুবা কালে হইলে সে ইন্দ্রিয় অধীন,
স্থবিরে বৃথা কি কর, যদি হরিনাম না কর,
দিবাকর-সুত কর,— বাঁধিবে বল কি করি। ৩
পাপ নাশ আশে স্মর শ্যাম বরণে,
সতত প্রণত হরে, হরি-চরণে,
হরি রূপ হের নয়নে, হরিনাম শুন শ্রবণে,
মজ রাম হরি-গানে, যাহে ভবে যাবে তরি। ৪

৯৯ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।

(কোন্ গুণে আর কররে গুণ গুণ রে নির্গুণ অলি) মধুকাণ॥

ভুলে র'লে শ্রীহরি সাধন, ওরে ভ্রান্ত মন।
সম্মুখে হের শঙ্কট নিকটে বিকট শমন। ১
ত্যজে বিষয় বাসনা, কর হরি উপাসনা,
রসনা পুরাও বাসনা, সদা বল রাধারমণ। ২
শ্রীহরি-ভজনহীনে মুকতি না পায়,
তে কারণে যোগিগণে ভজে হরি পায়,
নিরোধ ইন্দ্রিয় গ্রাম, প্রণবে কর প্রাণায়াম,
চিন্ত রূপ রাধা শ্যাম, তবে হবে শমন দমন। ৩

সাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগ শক্তি যদি নাই,
তবে রাম অবিরাম, ভাবরে কানাই,
বল হরে কৃষ্ণ হরে, নামে কলি-কলুষ হরে,
হরি নাম বিনা পারে, কে পারে করিতে গমন। ৪

১০০ নং।

রাগিণী পরজ বাহার, তাল ঢিমা তেতালা।
(গঙ্গাতে কি পায়) মধুকাণ।

আমার হবে কি সে দিন।
এবে তাই ভাবি প্রতি দিন॥
দয়া করি দীনবন্ধু, তারিবেন এ দীন। ১
করি কত পাপাচরণ, করি না হরি নাম স্মরণ,
পাবে কি ত্রাণ এ অশরণ, হরি-ভক্তি হীন। ২
ভব রঙ্গ সাঙ্গ কালে গ্রাসিলে কালে,
এ পাপাঙ্গে কি ত্রিভঙ্গ করিবেন কোলে,
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ধরাতলে,
রবে কি হবে যে কালে, পাঁচে পাঁচ লীন। ৩
অন্তে পদ প্রান্তে মম মতি যেন রয়,
প্রাণান্তে কৃতান্ত পুরে না হেরি নিরয়,
রামের দেহান্ত দিবে, হরি হৃদয়ে উদিবে,
আঁখি সেরূপ নিরখিবে, হব স্বরূপে বিলীন। ৪

—০—

১০১ নং।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।

(কেন প্যারি মালা গাঁথ আর) মধুকাণ।

শ্যামা শ্যামে প্রভেদ ভেব না।
বিচারি দেখ না ॥
একই বীজ মন্ত্রে, সবে করে উভে আরাধনা। ১
কালা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, কালী রয় ত্রিভঙ্গ ঠামে,
বক্র কাল বুঝ ওই ক্রমে,
কর ওরূপ সাধনা। ২
কালা বনমালী কালী মুণ্ড-মালিনী,
বাঁশী মুগ্ধকরী অসি ভীতি দায়িনী,
প্রেমে হয় শরণাগত, ভয়ে হয় পদে পতিত,
কালা কালী এক রূপেত, পূজে ব্রজে ব্রজাঙ্গনা। ৩
তবে কেন নেড়ানেড়ী হইয়ে ভ্রান্ত,
করে বড় বাড়াবাড়ি না বুঝে অন্ত,
চায় না কালীর চরণ পানে, কালি-পদামৃত পানে,
বিরত কালীর ধ্যানে, কেনে এ বিড়ম্বনা। ৪
নাশ দ্বিধা হর ক্ষুধা, রূপ-সুধা পানে,
সদন্তরে ঐক্য করে, বাঁশী কৃপাণে,
ত্রিজগৎ পিতা শ্যামেরে, জগদম্বা শ্যামা মারে,
স্মরি তরে মরা মরে, রাম তুমি কেন স্মরণা। ৫

—০—

১০২ নং।

রাগিণী মঙ্গল বিভাস, তাল তেওট।
(দাঁড়াও হরি এল প্যারী) মধুকাণ।

লয় শমনে যাই কোথা।
দারা পুত্র পরিজন, ত্যজিয়ে হেথা। ১
দিবস শর্ব্বরী, বৃথা কাজে ফিরি,
আজ অনুতাপে মরি, মনে পাই ব্যথা। ২
আসি কর্ম্ম-ভূমে, কর্ম্ম না করি,
মজিয়ে সংসারে হরি না স্মরি,
মরে নিতি নরে, সতত তা হেরে,
তবু ভাবিনি অন্তরে এ দেহ বৃথা। ৩
লভি নর জন্ম, জীবে যা দুর্ল্লভ,
বিফলে কাটালেম হে রাধাবল্লভ,
তব কৃপা বিনে নিস্তার দেখিনে,
রাম শুনেনি শ্রবণে, শ্রীহরি কথা। ৪

—·০—

১০৩ নং।

রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা।
(গেলরে দিন গেল একান্ত) দাশরথী।

এলোরে ওই এল কৃতান্ত,
হে মানস তব দিবস অন্ত,
কাটালি দিনত, হইয়ে ভ্রান্ত,
একান্ত অন্তরে ভজ শ্রীকান্ত। ১

বৃথা কেন মন বসি কাল হর,
হে নেত্র ত্রিনেত্র-বাঞ্ছিত-ধন, হের,
শুন কৃষ্ণ নাম শ্রুতি সুখকর,
স্মররে রসনা কমলাকান্ত। ২
কৃষ্ণ দরশনে চলরে চরণ,
কর কর হরি ধাম বিলেপন,
কর রাম, কৃষ্ণ কথা আলাপন,
ভাব ভব-ভাব্য ধন অনন্ত। ৩

১০৪ নং।

রাগিণী ইমন, তাল কাওয়ালী।
(কিসে চলে বল হিমাচলে চল) দাশরথী।

করি কি এখন বল বল মন।
কৃষ্ণনাম কৈতে কফে কণ্ঠে করে আক্রমণ। ১
বাল্য যুবা বৃদ্ধ কাল, গতরে আগত কাল,
না ভাবিলি পর কাল,
কাল কায় কাল দমন। ২
ঘুচারে মনের ধাঁধা, ছাড়রে সংসার বাঁধা,
ভাব রামজয় সদা শ্রীরাধা রাধারমণ। ৩

——০——

১০৫ নং।

রাগিণী ইমন, তাল কাওয়ালী।

(ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী) দশরথী।

দিন গত রত রলি ব্যসনে। (রে মন)

সে অনন্ত আসনে, দেখ্‌লিনা হৃদাসনে,

কেমনে পাবি ত্রাণ শমন শাসনে,

না মেলিলি জ্ঞান-আঁখি অচ্যুত দরশনে,

মত্ত অশন বসনে। ১

তারণ কারণ হরি চরণ ভজন,

পূজন স্মরণ মনন বিহীন নিধিধ্যায়নে, (তুমি)

শ্রীহরি প্রসঙ্গ, হীন সাধু সঙ্গ,

কুসঙ্গে কাটালে দিনে, এ ভব অপার,

হইবে যদি পার, মজ রাম হরি চরণে। ২

---

১০৬ নং।

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতালা।

(শ্রীচরণে ভার একবার) দাশরথী।

মন তোর গত দিন,

এক দিন, না ভাবিলে ভবরাণী।

কিসে তরি, চরণ তরী,

নাহি দিলে, দীনতারিণী। ১

স্মরি যে পায়, মুকতি পায়,

তাঁহার কৃপায়, পাপী প্রাণী।

যারা স্মরে, ভক্তি ভরে, তারা তরে, হ'য়ে জ্ঞানী। ২
কি স্মরণ, কি মনন, কিম্বা ভজন পূজন,
নাহি কোন আয়োজন, কি সে তরিবে না জানি।
ভক্তি করি, ক্ষেমঙ্করী স্মর, করি জোড় পাণি।
তবে দুস্তার, ভবে নিস্তার, করিবেন মা নিস্তারিণী। ৩
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, মাতা জয়দুর্গা হয়,
তার কিরে কালে ভয়, মাত মহাকাল রমণী।
রে কুলাঙ্গার, মায়ের আগার, পাবি আবার, ভাগ্য মানি,
রাম স্মর, সদা স্মর হর-হর বিহারিণী। ৪

—০ঃ০—

১০৭ নং।

রাগিণী সুরট মল্লার, তাল আড়কাওয়ালী।

(সম্বর ও রূপ কমলাখি) দাশরথী।

মন রে কুপথে রবি কত দিন।
কামাদি অধীন, হ'য়ে গত দিন,
তুই দীনবন্ধু হরি পদে, না মজিলি কোন দিন। ১
শুনলিনা হরি-প্রসঙ্গ, কল্লিনে সুজন সঙ্গ,
ভব রঙ্গ সাঙ্গ হ'তে কদিন ?
কৃষ্ণ না বলে রসনায়, কাটালি দিন কুবাসনায়,
হরির সাধনায় হলি উদাসীন।
বৃথা অনু দিন, হ'লো আয়ু হীন,
তুই না ভাবিলি পরিণামে নিরয়ে হবি বিলীন। ২

না করিলি আরাধন, গুরু দত্ত মহাধন,
নিধন সাধন হবে যে দিন।
কি ধন লইয়া সাথে, ভব পারাবার পথে,
যাবি তা ত ভাবিলিনে এক দিন।
কুসঙ্গে ভ্রমণ, ত্যজে ভজ মন,
সেই শমন দমন রাধারমণে, রাম মতি হীন। ৩

—০—

১০৮ নং।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।
(প্রাণত অন্ত হ'ল আজ আমার) দাশরথী।

দিনত অন্ত ডাক এ সময়, কালী মায়।
পরিহরি তোর অন্তর কালিমায়। ১
বিলাসে বাসনা বাড়ে, দেখ যযাতি উপমায়।
(মন) ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা,
স্মর শবাসনা শ্যামায়। ২
ভক্তি-ফলে মুকতি ফলে কি ফল বিফল জ্ঞান গরিমায়।
কালী চরণে মজ রাম পূজ মুক্তকেশী মার প্রতিমায়। ৩

—০):(০—

১০৯ নং।

রাগিণী সুরট বাজয়জয়ন্তী, তাল ঝাপতাল।
(মম মানস সদা ভজ, দ্বিজ চরণ পঙ্কজ) দাশরথী।

মজরে মন, ঘন ঘন-বরণ চরণ রজে।
কি বিপদ, হরি পদ, ভুলিলে বিষয়ে মজে। ১

বিরিঞ্চি শিব বাসব, সেবে সবে যে কেশব;
মন কেন বিষয়াসব, সেব কেশব-পদ ত্যজে। ২
কত করুণা তাঁর কাতরে, একবার ভাবি অন্তরে,
অশেষ পাতকী তরে, তোর দিন যায় কুকাজে।
তুচ্ছ করি রূপা সোণা, কর হরি উপাসনা,
ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, রাম তররে তাঁরে ভজে। ৩

---

১১০ নং।

রাগিণী ললিত, তাল কাওয়ালী।

(প্রাণ কি ঠাণ্ডা মণ্ডায় হায়রে)

কৃষ্ণে ডাক মন দিন যে যায় রে।
কাটালি দিবস নিশি অসার কথায় রে। ১
হরি-মন্দিরে কভু শির না নোয়াইলি,
সেলাম করিয়া সুধু জীবন গোঁয়াইলি,
পরিহরি হরি-পদ, সম্পদ ভাবিলি,
মজিলে আপনি আর মজালে আমায় রে। ২
কর্ম্ম-ফলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিলে এবার,
ভুলিলে কেমনে হবে পার ভব পারাবার,
অপরাহ্ণ তব তবু পাপে গতি অনিবার,
পরিণাম ভেবে রাম স্মর শ্যাম কায় রে। ৩

১১১ নং।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল ঠংরী।

(অভিমানে গেলরে তোর দিবা রজনী) সুরে।

দিনে দিনে দিন গত কি ভাব রে মন,
এখনো সুপথে যাও চাও শিয়রে শমন। ১
কুকাজে কাটালে কাল, না ভাবিলে পরকাল,
এবে যদি চাও ভাল, স্মররে রাধারমণ। ২
সুখ দুঃখ এ শরীরে ভুগেছত বারে বারে,
আর কি সুখ-সংসারে, রাম কর তীর্থ গমন। ৩

---

১১২ নং।

বিদায়।

—০ঃ()ঃ০—

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

বিদায় হ'লাম বঙ্গ-বাসি, আসি এ জনমের তরে।
বাসে বাসে নাই বাসনা যাব সুরধুনী-তীরে। ১
পালিয়াছ নরাধমে, ভুলিব না কোন ক্রমে,
ঋণী র'লাম এ জনমে, স্মরিব জীবন ভ'রে। ২
জানিনে জয়দুর্গা মায়ে, প্রসবিয়ে মা আমায়ে,
সঁপি পিতা মৃত্যুঞ্জয়ে, যায় লোকান্তরে।
দ্বাদশ বৎসরে আমি, গাঙ্গোল জনম ভূমি,
ত্যজে দুখার্ণব গামী, হ'লাম হারায়ে পিতারে। ৩

কেবা শুনিবে শ্রবণে, যে দুখ পেয়ে জীবনে,
রয়েছি নানা ভবনে, অশন তরে,
বোয়ালিয়া আসি পরে, সেবি বহু নরবরে,
রাম ক্লান্ত কলেবরে, মেলানি মাগে কাতরে। ৫

—০::০—

চরম-প্রার্থনা।

—০)ঃঃ(০—

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, (হরিদ্বার) কাশীধাম।
কুরুক্ষেত্র, বিন্ধ্যাচল, বৈদ্যনাথ, ব্রজগ্রাম॥ ১

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, প্রয়াগ; পুষ্কর, আর।
গয়াক্ষেত্র মনোহর, মনে হেরি অনিবার॥ ২

পতিত-পাবনী-গঙ্গা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী।
সরযূ, যমুনা, ফল্গু, হয় যেন সদা স্মৃতি॥ ৩

কামাক্ষ্যা, চন্দ্রশেখর, পুরী দ্বারাবতী, পুরী।
মনোরথ,— গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী হেরি॥ ৪

সাঙ্গ যবে হবে ভব-রঙ্গ ভূমে নাট্য গীত।
চিত্তে যেন মূর্ত্তি হেরি, হয় নেত্র নিমিলিত॥ ৫

পিতা মম মৃত্যুঞ্জয়, জয়দুর্গা জননীর।
পাদপদ্ম স্মরি যেন, বহে অন্ত আঁখি-নীর॥ ৬

চরমে পরম পদে, এই ভিক্ষা ভগবান।
পূত গঙ্গা-তীরে নীরে যায় যেন মম প্রাণ॥ ৭

বলিতে বলিতে মুখে, হরেকৃষ্ণ হরিনাম।
হে ত্রিভঙ্গ! এ পাপাঙ্গ অন্তে যেন ত্যজে রাম॥ ৮

চৈত্র, ১০।১২।১৩০০।

প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন বিশ্বাসের প্রতি আশীর্ব্বাদ।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা বিদিত ভারতে।
জ্ঞান-দান করে নরে বেদ বিধি মতে॥ ১
আছয়ে তমোঘ্ন-যন্ত্র তাহার অধীন।
তায় তুমি কৃতকর্ম্ম প্রিণ্টার প্রবীণ॥ ২
আঠাশ বৎসর ব্যাপী আছ এ সভায়।
কার্য্য কুশলতা গুণে তোষিছ সবায়॥ ৩
বড় ভালবাসি তোমা " মুরারিমোহন "।
যতনে সঙ্গীত মম ক'রেছ মুদ্রণ॥ ৪
পুরস্কার রূপে আর কি দিব প্রসাদ।
বেঁচে থাক সুখে সদা করি আশীর্ব্বাদ॥ ৫
পরিণামে যেন হরিনাম করি সার।
হও পার এ অপার ভব পারাবার॥ ৬

পূজ্যপাদ ঠাকুর গ্রন্থকারের প্রতি।

যে রত্ন দিলেন প্রভু? অমূল্য রতন!
হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়ে যতন॥ ১
পরকালে এই রত্নে কাটাইব কাল।
ইহকালে নাহি ডরি যম মহাকাল॥ ২
কাল জয় পরাজয়, রামজয় নামে।
নাহি ডরি যমে প্রভু! আছ বক্ষ-ধামে॥ ৩
এই বাঞ্ছা কল্পতরু! মম আকিঞ্চন।
জীবনান্তে প্রভু যেন পাই শ্রীচরণ॥ ৪

পরিশিষ্ট।

এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম, তিনি পুস্তক সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের প্রথমে মুদ্রাঙ্কিত হইল। তাঁহার উপদেশ অনুসারে মোকদ্দমা সংক্রান্ত একটী গান পরে রচনা করিয়া ছিলাম। তাহা ও পূজোপলক্ষে দেবীর স্তুতি ও কাঁঠালের একটী গান নিম্নে দেওয়া গেল।

—০—

আলেয়া।

৪০ নং গানের পূর্ব্বে গেয়।

ব্রহ্মময়ি পরাৎপরে, আজ সম্বৎসর পরে
পাপপুরে আইলা জননি।
পূরাতে দাসের আশা, হৃদাবাসে কর বাসা,
এই ভিক্ষা যোগেন্দ্র ঘরণি। ১
কি দিয়ে পূজিব তোমা, সকলিত তোমার মা;
তুমি ত্রিজগত প্রসবিনী।
নাহি কোন উৎযোগ, কি দিয়ে তোমার ভোগ,
দিব গো মা নগেন্দ্র নন্দিনি। ২
চাও ভক্তি তাও নাই, পদে সকল জানাই,
হর শক্তি মোরে ভক্তি দেহ।
ভক্তিতে ডাকিলে তোরে, অশেষ পাতকী তরে,
শিব বাক্যে নাহিক সন্দেহ। ৩

লও মা দাসের পূজা, জগদ্ধাত্রী দশভুজা,
দয়া করি রামের আবাসে ।
ম'জে অসার সম্পদে, না ভাবিনু তব পদে,
অন্তে পদে স্থান দিও দাসে । ৪

রাগিণী যোগিয়া, তাল রূপক ।
(কুবুজাসুন্দরী, পরমাসুন্দরী) গানের সুরে ।

দেখি যে সবাকার, দুখে যে শবাকার, বদনে হাহাকার,
সদনে রোদন ধ্বনি ।
আদালত আফিসে, জ্বালায় কোর্টফিসে, পরাণে মারে পিষে,
রাজা প্রজা দীন ধনী । ১
আটর্ণী উকীল আর বারিষ্টার প্লীডারে,
ইসাদে, বিষাদে বাদী অথবা আসামী ডরে,
বেচে ঘটি বাটি বাটী তোষিতে মরমে মরে,
চরমে দীনতা ফল হারি জিতে সম শুনি । ২
হুকুমের দামে, কথা কথায় এফিডেবিটে,
মামলা মকুপী ফিসে দুখির বিকায় ভিটে,
ধনী হয় দীনপ্রায় নাচার মুজুর মুটে,
কি আচার ! এ বিচার দীনে কিসে লয় কিনি । ৩

কাঁঠালের গান।

রাগিণী ললিত, তাল একতালা।
(গোলালুর তুলনা জগতে মিলে না, এমন তরকারী
না দেখি নয়নে) গানের সুরে। মতিলাল রায়।

কাঁঠালের গুণ, বর্ণিতে দ্বিগুণ, বেগে যে আগুণ,
জ্বলে জঠরে।
যার কচি কালে, ভাজা, ঝোল, অম্বলে, খায়রে সকলে,
পরমাদরে। ১
পাকা দেখে লোকে হয় বড় সন্তোষ,
দিয়াছেন বিধি দুই রকম কোষ,
এক রসে ভরা, পানে পরিতোষ,
প্রাণে হয় রে।
আর, খাজায় মজা লাগে দিলে অধরে। ২
খোসা ত্যজি বিচি কাটি কুচি করি,
মিশালে রসাল হয় তরকারী,
মীন শিশুসনে বনে সুচচ্চড়ী, মজাদাররে,
খেলে, ভাজা পোড়া সুধা ক্ষরে ক্ষুধা হরে। ৩
সিন্দুক, আলমারী, টেবিল কবাটে,
চেয়ার চোকিতে পিড়ি কিম্বা খাটে,
চারু কারু কাজ কাঠে কত খাটে, মনোহর রে।
আর, ভাব কত পীড়া পাতায় সারে। ৪

যে দেশে বিরাজ ক'রেছেন কানাই,
কাঁঠালের কিন্তু জন্ম সেথা নাই,
শুধু বঙ্গদেশ মাঝে দেখ্‌তে পাই, ভাবি তাইরে।
বিধি বাম কেন রাম কাঁঠালোপরে। ৫

—— ০ ——

নাটোরে, গাঙ্গ'ল গ্রাম, আত্রেয়ীর কুলে,
জন্মভূমি, জন্মদাতা দ্বিজ মহামতি
মৃত্যুঞ্জয় নামে, মাতা জয়দুর্গা দেবী।
দশ মাস বয়ঃক্রম যবে অভাগার,
তেয়াগি আমায় মাতা গেলা পরলোকে
অকালে, জনক ত্যজে দ্বাদশ বৎসরে।
অসহায় রামজয় সেই দিন হ'তে,
দুখময় জীবন যাপিল এ জগতে।
শুন হে পাঠকবর, তিলেক দাঁড়া'য়ে,
নহে দিন দূর যেতে যাতনা এড়ায়ে।
চিতার উপরে ইহা কাঠের ফলকে,
রবে যবে নিরখিবে দুখে বা পুলোকে।

সমাপ্ত।